ضروریات دین

(ইসলাম-সার-সংগ্রহ)।

অর্থাৎ

হিন্দুস্থানের গৌরব-রবি, আলেমকুল-ধুরন্ধর তাপস

শ্রেষ্ঠ মাওলানা হাফেজ আবদুল কাফি

সাহেব প্রণীত نسخهٔ ضروریات دین

নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

—— o ——

Eirst step in Fnglish Grammar, জীবন-প্রবাহ,

শেফালিকা, শিশু সহায় প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীবরদী মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ও হেড্ মাঃ

গোলাম মোহাম্মদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

—— o ——

ময়মনসিংহ, শ্রীবরদী শম্ভুগঞ্জ মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী,

মণিরদ্দান কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;

রেয়াজুল ইস্লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

ইস্‌লাম-সার সংগ্রহ।

যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের নিকট ইস্‌লাম গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাহাকে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ সহ পড়াইয়া নিম্নোক্ত ৬ কলেমা এবং 'ইমানে মোজমল' ও 'ইমানে 'মোফাচ্ছল' পড়াইবে এবং এই সকল কলেমার ব্যাখ্যা জ্ঞাত করাইবে। ইস্‌লাম গ্রহণকারী যদি আবৃত্তি করিতে অসমর্থ হয়, তবে দীক্ষাকারী নিজেই উল্লিখিত কলেমা সমূহ আবৃত্তি করিয়া তাহাকে শ্রবণ করাইবে এবং ব্যাখ্যা অবগত করাইবে। দীক্ষা দান করিবার পর নব দীক্ষিতকে নামাজ রোজার জন্য তাকিদ করিবে এবং পাপ হইতে বাঁচিবার (দূরে থাকিবার) জন্য সদুপদেশ দান কবিবে। ইস্‌লাম গ্রহণের পর নব-দীক্ষিতকে আবদুল্লা, আবদুর রহমান, জয়নাব, জমিলা প্রভৃতি ঐস্‌লামিক নামে অভিহিত করিবে। কলেমা সমূহের মূল ও বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রথম কলেমা طَيِّب (পবিত্র)।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ×

(অনুবাদ) আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই ; মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত।

দ্বিতীয় কলেমা شهادت (সাক্ষ্য)।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ +

(অনুবাদ) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তিনি একাকী ; তাঁহার কেহ অংশী নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা (সৃষ্ট দাস) ও তৎ প্রেরিত (সংবাদ বাহী)।

তৃতীয় কলেমা تمجيد (মহা বাক্য)।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(বঙ্গানুবাদ) আল্লাহ্ পবিত্র এবং যাবতীয় প্রশংসা মাত্র তাঁহারই জন্য। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্ব্বাপেক্ষা বড় (শ্রেষ্ঠ)। সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ আল্লার সাহায্য ব্যতীত পাপ হইতে দূরে থাকিবার বা পুণ্য লাভ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

চতুর্থ কলেমা توحيد (একত্বে বিশ্বাস)।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ +

(বঙ্গানুবাদ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তিনি একাকী; তাঁহার কেহ অংশী নাই। তাঁহারই জন্য বাদশাহী এবং সকল প্রশংসাই তাঁহার জন্য। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু-মুখে নিপতিত করেন। তাঁহার হস্তে (কুদ্‌রতি হস্তে) যাবতীয় মঙ্গল নিহিত এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌।

পঞ্চম কলেমা استغفار (পাপ হইতে মুক্তি প্রার্থনা)।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْ خَطَاءً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ اَعْلَمُ وَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ +

(অনুবাদ) প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ইচ্ছা পূর্ব্বক এবং ভ্রম বশতঃ আমি যত পাপ করিয়াছি, আমার প্রতিপালনকারী আল্লার নিকট তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার জ্ঞাত সারে ও অজ্ঞাতসারে কৃত যাবতীয় পাপ হইতে তাঁহার দিকে

রুজু হইতেছি, যেহেতু সত্য সত্যই তুমি গোপনীয় বিষয় সমূহেও বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ।

—o—

ষষ্ঠ কলেমা ردکفر (কাফেরী ধ্বংস)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ وَتُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ

وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِيْ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ +

(বঙ্গানুবাদ) হে আল্লাহ্! জ্ঞাতসারে কোন পদার্থকে আমি যেন তোমার অংশী না করি, তজ্জন্য তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি; এবং যাহা আমি জানি না, ঐ শেরেকের জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এবং উহা হইতে তওবা করিতেছি। কুফ্‌রী শেরেকী, এবং পাপ সমূহে অসন্তুষ্ট আছি এবং আমি মুসলমান হইয়াছি এবং বলিতেছি "আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত।"

—o—

ইমান মোফাস্‌সল।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰائِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ +

(বঙ্গানুবাদ) আল্লাহ্, তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণ, তাঁহার প্রেরিত কেতাব সকল, তাঁহার প্রেরিতগণ (নবিগণ) ও কেয়ামতের দিনের (পুনরুত্থানের দিনের) প্রতি এবং নেকি পুণ্য কার্য্য) ও বদি (পাপ কার্য্য) আল্লার তরফ হইতেই নির্দ্ধারিত হয়, এই কথার প্রতি এবং পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।

ইমান মোজ্‌মল।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ +

(বঙ্গানুবাদ) আল্লাহ্ তাঁহার নাম ও সদ্‌গুণের সহিত যেরূপ বিদ্যমান আছেন, আমি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার যাবতীয় আদেশ গ্রহণ করিলাম।

عقايد حقه

(সত্য বিশ্বাস)।

(১) আল্লাহ্ তালা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

(২) তিনি একাকী।

(৩) তাঁহার কেহ অংশী নাই।

(৪) তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।

(৫) শরীর এবং শারীরিক অবস্থা হইতে তিনি মুক্ত।

(৬) তাঁহার কোন নজির নাই।

(৭) তিনি সমস্ত আলমকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৮) যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন তিনি সমস্তই ধ্বংস করিবেন।

(৯) পুনরায় সমস্তকে সৃষ্টি করিয়া কেয়ামত (পুনরুত্থানের দিন) করিবেন।

(১০) সকল হইতেই হিসাব (পাপ পুণ্যের) গ্রহণ করিবেন।

(১১) সকলেব কর্ম্ম পরিমাণ করা হইবে।

(১২) যাহাদের কর্ম্ম ভাল হইবে, তাহারা অনাদি অনন্ত কালের জন্য বেহেস্তে নীত হইবেন।

(১৩) অবিশ্বাসিগণ (কাফেরগণ) অনন্ত কালের জন্য দোজখে (নরকে) নিক্ষিপ্ত হইবে।

(১৪) কোন কোন পাপী মুসলমানকেও দোজখে দেওয়া হইবে। কিন্তু সর্ব্ব শক্তিমান্ আল্লার কৃপায় এবং পয়গম্বর ও আওলিয়াগণের সুপারেসিতে পুনরায় তাহাদিগকে বেহেস্তে লওয়া হইবে।

(১৫) তিনি অন্তর্যামী ও প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল

বিষয়েই অভিজ্ঞ এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কিছুই ঘটিতে পারে না।

(১৬) তিনি বিনা চক্ষে দেখিতে পান।

(১৭) বিনা কর্ণে শুনিতে পান।

(১৮) বিনা মুখে কথা কহিতে পান।

(১৯) তিনি অনাদি অনন্ত কাল হইতে অনন্ত কাল অবিনশ্বর।

(২০) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

(২১) তিনি জীবন দানকারী ও মৃত্যু-মুখে নিপাতিত কারী।

(২২) তিনি রোজি দাতা!

(২৩) তিনি প্রার্থনা পূর্ণকারী।

(২৪) তিনি অপরাধ মার্জ্জনাকারী।

(২৫) পুণ্য ও পাপ তাঁহারই সৃষ্ট হইলেও, তিনি পুণ্যে সন্তুষ্ট এবং পাপে অসন্তুষ্ট।

(২৬) সকলকেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইবে।

(২৭) মৃত্যুর পর কবরে ফেরেস্তা কর্ত্তৃক যে প্রশ্ন ও উত্তর হইবে, তাহা সত্য।

(২৮) মণকের ও নাকের নামক দুই ফেরেস্তা কবরে উপস্থিত হইয়া মৃত শরীরে আংশিক জীবনের সঞ্চার করতঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, مَنْ رَبُّكَ (তোমার খোদা

কে ?) مَنْ نَبِيُّكَ (তোমার নবি কে ?) এবং مَا دِيْنُكَ (তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ?) মৃত ব্যক্তি মোমিন (বিশ্বাসী) হইলে তিনি উত্তর দেন যে, “আল্লা আমার প্রতিপালক, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমার নবী এবং আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী”। এইরূপ উত্তর প্রদান কারীর জন্য কবর সুপ্রশস্ত হইবে এবং পুনরুত্থানের দিবস পর্য্যন্ত তিনি সুখে থাকিবেন। মৃত ব্যক্তি কাফের (অবিশ্বাসী) হইলে বলিয়া থাকে هَاهَا لَا أَدْرِيْ (হায় হায় ! আমি কিছুই জানি না)। কেয়ামত পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিকে অপার্থিব যন্ত্রণা দান (আজাব) করা যাইতে থাকিবে।

(২৯) কবিরা গোনা (মহা পাপ) করিলেও কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হইবে না।

(৩০) খোদার আদেশকে তাচ্ছল্য করিলে কাফের বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩১) পৃথিবীতে যত নবী অবতীর্ণ হইয়াছেন, সকলেই সত্য।

(৩২) যে যে নবীর উপর যে যে স্বর্গীয় আদেশ-লিপি (কেতাব) অবতীর্ণ হইয়াছে, সকলই সত্য।

(৩৩) সকল পয়গম্বর হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রধান।

(৩৪) ফেরেস্তাগণও খোদার বান্দা (সৃষ্ট দাস)। তাঁহারা পানাহার করেন না বা সাধারণ ভাবে সচরাচর দেখা দেন না। খোদার হুকুমে তাঁহারা সমস্ত কার্য্য সমাধা করেন।

(৩৫) পয়গম্বরগণের মাজেজা (অলৌকিক কার্য্য) ও আওলিয়াগণের কেরামত (অলৌকিক কার্য্য) সকলই সত্য।

(৩৬) আম্বিয়াগণের পরেই হজরত আলী (কঃ), হজরত উসমান (রাঃ), হজরত উম্মর (রাঃ) ও হজরত আবু বাকার সিদ্দিক (রাঃ) এই চারি জন খলিফার মর্ত্তবা (প্রাধান্য)।

(৩৭) এই চারি জনের মধ্যে সকলেই পর্য্যায়ক্রমে খলিফার (প্রতিনিধির) পদে বরিত হইয়াছিলেন; যথাঃ— ১ম খলিফা হজরত আবুবাকার সিদ্দিক; ২য় খলিফা হজরত উম্মর, ৩য় খলিফা হজরত ওসমান এবং ৪র্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ)।

(৩৮) শরিয়তের নিয়ম সমূহকে সামান্য জ্ঞান করা ও তাহাদিগের প্রতি ঠাট্টা করা কুফরী কার্য্য।

(৩৯) খোদার অনুগ্রহ হইতে না উম্মেদ (নিরাশ) বা তাঁহার গজব হইতে নির্ভীক হইলে কাফের হইতে হয়।

(৪০) কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্ব্বে 'দাজ্জাল', 'দাববাতল আরজ' ও 'ইয়াজুজ মাজুজ' বাহির হইবে তাহা সত্য।

(৪১) আকাশ হইতে ইসা নবির পুনরাবির্ভাব হইবে এবং পশ্চিম হইতে সূর্য্যোদয় হইবে, তাহা সত্য।

(৪২) ঐ সময় হজরত ইমাম মেহেদী জন্ম গ্রহণ করিয়া পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রকাশ হইবেন। তৎপর হজরত ইসা (আঃ) অবতীর্ণ হইবেন। ঐ হজরত ইমাম মেহেদী সত্য। উহার পূর্ব্বে যাহারা ইসা বা মেহেদী বলিয়া, দাবি করিবে, তাহারা মিথ্যা।

گناه كبيره (মহা পাপ)।

(১) খোদার শরিক করা—অর্থাৎ কাহাকেও খোদার তুল্য জ্ঞান করা।

(২) বিনা কারণে (বিনা দলিলে) কাহারও প্রাণবধ করা।

(৪) ব্যভিচার করা।

(৫) কাহাকেও ব্যভিচারী বলিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

(৬) যাদু করা।

(৭) বিনা কারণে পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা।

(৮) পিতা মাতার অবাধ্যাচরণ করা।

(৯) হেরেম শরিফের ভিতর যাইয়া কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা।

(১০) কুসিদ গ্রহণ করা।

(১১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

(১২) মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা।

(১৩) পুং মৈথুন করা।

(১৪) চুরী করা।

(১৫) সুরা পান করা।

(১৬) খোদার ফরজ এবং ওয়াজেবকে বিনা ওজরে তরক্ করা (উহা হইতে বিরত থাকা)।

(১৭) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ কার্য্য পুনঃ পুনঃ করা। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পবিত্রতার বিবরণ।

—o—

পায়খানার আদবের নিয়ম :—

পায়খানায় যাইয়া প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বেই নিম্ন-লিখিত দোওয়া পড়িতে হয় :—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ +

পায়খানায় উঠিবার সময় প্রথমতঃ বাম পা উঠাইবে এবং কাবা শরীফকে সম্মুখ বা পশ্চাতে রাখিয়া বসিবে না। মল মূত্র ত্যাগ করার পর তিন বা দরকার বোধে তদধিক (বেজোড়) বিষম সংখ্যক লোষ্ট্র দ্বারা গুহ্য দ্বার পরিষ্কার করিবে। পুরুষেরা গ্রীষ্ম কালে প্রথম ঢিলা সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে, দ্বিতীয় ঢিলা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে ও তৃতীয়টী পুনঃ সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে এবং শীত কালে ইহার ঠিক বিপরীত ভাবে ঘর্ষণ করিবে; আর স্ত্রীলোকেরা শীত ও গ্রীষ্ম সকল সময়েই পুরুষেরা গ্রীষ্ম কালে যেরূপ করিয়া থাকে তদনুরূপ ঢিলা ব্যবহার করিবে। ঢিলা ব্যবহার করিবার পর একটু সরিয়া (ফারাগত হইয়া) বসিবে এবং উভয় হস্ত কব্জা পর্য্যন্ত তিন বার ধৌত

করিবে; তৎপর বাম হস্তের অনামিকা বা মধ্যমা অঙ্গুলি যোগে জল শৌচ করিবে। অঙ্গুলির নখ দ্বারা কখনও জলশৌচ করিবে না। পায়খানা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় নিম্ন-লিখিত দোওয়া পড়িবে :—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ مَا يُؤْذِيْنِيْ وَاَمْسَكَ

عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِيْ +

যে অঙ্গুরিতে খোদা বা রসুলের নাম অথবা খোদার কালাম লিখা আছে, তাহা ব্যবহার করিয়া কখনও জলশৌচ করিবে না।

প্রস্রাব কালে আদবের নিয়ম।

প্রস্রাব-ক্রিয়া সমাধার পর পুং চিহ্নকে বাম হস্ত দ্বারা ধারণ করতঃ ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিবে, এবং ঢিলা ব্যবহার করিয়া প্রস্রাব নির্গত হওয়া শেষ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস না হওয়া পর্য্যন্ত পায়াচারী করিতে থাকিবে। তৎপর পানি দ্বারা ধৌত করিবে। প্রস্রাব কালে কাবার দিকে সম্মুখ বা পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিবে না।

---o---

নাপাকে গলিজা (অধিকতর অপবিত্র) এবং নাপাকে খফিফার (কম অপবিত্রের) বিবরণ।

নাজাসাৎ বা অপবিত্র দ্রব্য দুই প্রকার; (১) গলিজা অধিকতর নাপাক এবং (২) খফিফা (কম নাপাক)।

মনুষ্য, হারাম-চতুষ্পদ জন্তু, গাধা, বিড়াল ও ইন্দুরের প্রস্রাব, (বাদুরের প্রস্রাব নহে), প্রাণীর রক্ত, সুরা, মোরগের বিষ্ঠা, গোবর, মনুষ্যের মল, হাতী, উষ্ট্র, প্রভৃতির বিষ্ঠা (লেদ) প্রভৃতিকে 'নাজাসাতে গলিজা' বলে।

ঘোড়া, যে সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ সিদ্ধ (জায়েজ) তাহাদের এবং হারাম পাখীদিগের বিষ্ঠা প্রভৃতিকে 'নাজাসাতে খফিফা' বলে।

নাজাসাতে গলিজা দুই প্রকার:—(১) কসিফা (গাঢ়), (২) রকিকা (পাতলা)। পায়খানা, গোবর প্রভৃতি গাঢ় নাপাককে 'গলিজায়ে কসিফা', এবং মনুষ্যের প্রস্রাব, সুরা, প্রভৃতি পাতলা নাপাককে 'গলিজায়ে রকিকা' বলে।

কসিফা নামক নাপাক এক দেরেম পরিমিত, শরীরে কিম্বা কাপড়ে লাগিয়া থাকিলেও নামাজ সিদ্ধ হয়।

রকিকা নামক নাপাক, প্রসারিত অবস্থায় হস্তের তল পরিমিত স্থানে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে, এই পরিমাণে কাপড়ে কিংবা শরীরে লাগিয়া থাকিলে তদ্দারা নামাজ সিদ্ধ হয়।

নাজাসাতে খফিফা যে কাপড়ে বা শরীরে লাগে, নাপাকের

পরিমাণ যদি ঐ বস্ত্রাংশ বা শরীরের ঐ অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম হয়, তবে ঐ কাপড় বা শরীর দ্বারা নামাজ দোরস্ত হইবে। যথা—কাহারও জামার ডানায় গোরু কিম্বা ছাগলের প্রস্রাব লাগিলে, দেখিতে হইবে যে, প্রস্রাব বিশিষ্ট স্থান ঐ ডানার চারি ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম কি না। যদি কম হয়, তবে ঐ কাপড় দ্বারা নমাজ সিদ্ধ হইবে, বেশী হইলে হইবেক না। এইরূপ নাজাসাৎ ধৌত করাই অধিকতর ভাল।

——o——

পাক (পবিত্র) হইবার বিবরণ।

নাপাক কাপড়ে কিম্বা শরীরে লাগিলে তিন বার তাহা পানি দ্বারা ধৌত করিবে। কাপড়ে লাগিলে প্রত্যেক বার ধৌত করার পর এক এক বার চিপিয়া ফেলিবে এবং শেষ বারে খুব শক্ত রূপে চিপিবে। বিছানার বড় চাদর ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতি যে সকল কাপড় খুব প্রকাণ্ড বলিয়া ধৌত করার পর চিপিয়া জল নিঃশেষ করা অসম্ভব, জল ঢালিয়া উত্তম রূপে ধৌত করার পর ঐ সকল বস্ত্র লট্‌কাইয়া দিবে। এই দোদুল্যমান বস্ত্র হইতে বারিবিন্দু পতিত হওয়া বন্ধ হইলে, পুনরায় ঐরূপ ধৌত করিবে ও লট্‌কাইয়া দিবে। এইরূপ তিন বার ধৌত করার পর শুকাইতে দিবে। জোতা বা তরবারিতে নাজাসাতে কসিফা লাগিয়া শুষ্ক হইলে ঐ পাদুকা বা তরবারি মাটীতে উত্তম রূপে মর্দ্দন করতঃ পরিষ্কার করিলেই

পাক হইবে। পাদুকায় যদি পাতলা নাজাসাৎ লাগে তবে পানি দ্বারা ধৌত করিতে হইবে। পুং চিহ্ন বিশুদ্ধ অবস্থায় যদি শুক্র নির্গত হয়, এবং কাপড়ে লাগিয়া বিশুষ্ক হয়, তবে ঐ শুক্র (গাঢ় হইলে) আঁচড়িয়া ফেলিয়া দিলেই কাপড় পবিত্র হইবে।

মৃত্তিকা বা ইষ্টক নির্ম্মিত বিছানার উপর যদি পাতলা নাজাসাৎ পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যায়, এবং তাহার কোন চিহ্ন না থাকে, তবে ঐ বিছানা পাক বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার উপর নামাজ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু উহা দ্বারা তৈমম দুরস্ত হইবেক না। কাপড় বা শরীরের কোন অংশে পাতলা নাজাসাৎ লাগিয়া অদৃশ্য হইলে, বিশ্বাস মতে ঐ কাপড় বা শরীরের যে কোন স্থান ধৌত করিলেই বিশুদ্ধ হইবে।

মলন দিবার সময় ধান চাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের উপর জানোয়ারের প্রস্রাবাদি যদি পতিত হয়, তবে উহা হইতে কোন অংশী অংশ গ্রহণ করিলে, উহাব কিয়দংশ দান বা বিক্রয় করিলে, বা কতকগুলি দানাকে ধৌত করিলেই সমুদয় দানা পাক হইবে।

—o—

কূপ শুদ্ধ করিবার বিবরণ।

কূয়াতে নাজাসাতে গলিজা বা খফিফা এবং জলজন্তু ব্যতীত অন্য কোন জন্তু পড়িয়া যদি মরিয়া যায় এবং ফুলিয়া ও ফাটিয়া উঠে, তবে উঠাইবার উপায় থাকিলে উহা কূপ হইতে উঠাইবার

পর, কূপের সমুদয় জল উঠাইয়া ফেলিবে। যদি সমুদয় জল তুলিয়া ফেলিবার উপায় বা ক্ষমতা না থাকে, তবে কূপের জল পরিমাপের ক্ষমতা বিশিষ্ট জনৈক জ্ঞানী লোকের আন্দাজ মত পানি উঠাইয়া ফেলিবে। জল জন্তু ব্যতীত মানুষ, ছাগল কুকুর প্রভৃতি শরীরে রক্ত বিশিষ্ট জন্তু কুয়ায় পড়িয়া মরিয়া গেলে, উহাদের দেহ স্ফীত বা বিদীর্ণ হউক আর না ই হউক কূপের যাবতীয় জলই উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

মূষিক প্রভৃতি জন্তু কুয়ায় পড়িয়া মরিলে ২০ হইতে ৩০ দোল্ (মধ্যম রকমের জল উঠাইবার পাত্র বিশেষ), বিড়াল কপোত প্রভৃতি পড়িয়া মরিলে ৪০ হইতে ৬০ দোল্ পরিমিত জল উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। সকল অবস্থাতেই দোল মধ্যম রকমের হওয়া আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধাবস্থায় কুয়ায় পড়িয়া যায় বা ইচ্ছা পূর্ব্বক কুয়ায় নামে, তবে ঐ ব্যক্তি হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, কূপ পবিত্রই থাকিবে। পানি উঠাইবার কোন দরকার নাই।

—o—

তৃতীয় অধ্যায়।

গোসলের বিবরণ।

ফরজ ও ওয়াজেব গোসল সমূহ ঃ—

(১) শহ্‌ওতের (কামেচ্ছার) সঙ্গে নিদ্রিত বা জাগ্রতাবস্থায় জোড়ে শুক্র নির্গত হইলে,

(২) পুরুষের পুং চিহ্নাগ্রভাগ হালালই (স্বীয় বিবাহিতা) হউক, আর হারামই (পর দার আদি) হউক, যে কোন স্ত্রীলোকের মূত্রদ্বারে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলে,

(৩) হায়েজ অর্থাৎ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হইলে,

(৪) নেফাজ অর্থাৎ প্রসবের পর রক্তস্রাব ৪০ দিন বা তদপেক্ষা কম সময়ে বন্ধ হইলে,

(৫) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করান জীবিতগণের প্রতি এবং

(৬) কোন বিধর্ম্মী অশৌচাবস্থায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাহার প্রতি গোসল করা ফরজ।

গোসল মধ্যে ফরজ সমূহ ঃ—

গোসল মধ্যে ৩টী ফরজ আছে ; ইহাদের কোনটী সুসম্পন্ন না হইলে গোসল সিদ্ধ হয় না যথা ঃ—

(১) কুলকুচ ও গড় গড় করণ,

(২) অবগাহনকারী রোজাদার না হইলে নাসিকার অভ্যন্তর ভাগের কতক পর্য্যন্ত জল দ্বারা ধৌত করা, (রোজাদার ব্যক্তিকে গড় গড়া করিতে বা নাসিকায় জল প্রবেশ করাইতে হইবে না।)

(৩) সমুদয় শরীর জল দ্বারা এইরূপে ধৌত করা, যেন এক বিন্দু পরিমিত স্থানও শুষ্ক না থাকে।

—o—

সুন্নত ও মোস্তাহাব গোসল সমূহ :—

(১) শুক্রবারে জুম্মার নামাজের জন্য,

(২) ইদের দিবস তদীয় নামাজের জন্য,

(৩) হজ্জ ব্রত পালনকারিগণকে 'এহরাম' বাঁধিবার সময়, এবং

(৪) আরফার মাঠে প্রদক্ষিণ-ক্রিয়া সমাধার জন্য গোসল করা সুন্নত।

(৫) শরীরে ঘর্ম্ম হইলে,

(৬) শবরাতের রাত্রিতে,

(৭) কদরের রাত্রিতে, (৮) আরফার রাত্রিতে,

(৯) মুজদাল্‌ফার তওয়াফের জন্য (প্রদক্ষিণ),

(১০) ১০ই জেলহজ্জ জুমরাতল ওক্‌বা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় স্থান সমূহে প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থ 'মিনায়' পঁহুছিবার সময়,

(১১) জেয়ারৎ ও তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবার ইচ্ছায় মক্কা শরীফে পঁহুছিবার পূর্ব্বে,

(১২) চন্দ্র গ্রহণের সময় নামাজ পড়িবার জন্য,

(১৩) সূর্য্য গ্রহণের সময় নামাজ পড়িবার জন্য,

(১৪) বৃষ্টি হইবার জন্য নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে,

(১৫) ভয়ের জন্য নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে,

(১৬) দিনের অন্ধকার দূরীভূত হইবার জন্য নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে,

(১৭) আস্থিব নামাজের জন্য.

(১৮) পবিত্র মদিনা নগরীতে পঁহুছিবার জন্য,

(১৯) পুণ্যময় সভায় যাইবার জন্য,

(২০) নূতন বস্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে,

(২১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবার পর,

(২২) ধর্ম্ম যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে,

(২৩) পাপ হইতে তওবা করিবার জন্য,

(২৪) বিদেশ হইতে বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে,

(২৫) রক্ত প্রদর রোগিণীর রক্তস্রাব বন্ধ হইবার পর,

(২৬) স্ত্রী সহবাসের পূর্ব্বে অপবিত্র থাকিলে পবিত্র হইবার জন্য,

(২৭) কোন বিধর্ম্মী শুদ্ধাবস্থায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে,

(২৮) কোন ব্যক্তির ১৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরও

তাহার বয়োপ্রাপ্তির কোন চিহ্নাদি পরিদৃশ্য না হইলে তাহার প্রতি,

(২৯) পাগল আরোগ্য হইলে তাহার প্রতি এবং

(৩০) সংজ্ঞা হীন ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাহার প্রতি গোসল করা মোস্তাহাব।

গোসলের সুন্নত ও মোস্তাহাব সমূহ ঃ—

(১) উভয় হস্তের কব্জা পর্য্যন্ত ধৌত করা,

(২) শরীরস্থ নাজাসাৎকে ধুইয়া ফেলা,

(৩) নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করা,

(৪) পদ ধৌত ব্যতীত ওজুর সকল ক্রিয়ার প্রারম্ভেই بسم الله الرحمن الرحيم পড়া ও একবার দাতন করা সুন্নত।

(৫) সমুদয় শরীর জল প্রবাহ দ্বারা তিন বার বিধৌত করা অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তিন বার, বাম পার্শ্ব হইতে তিন বার এবং মস্তক হইতে তিন বার জল ঢালিয়া দেওয়া। যে দিক হইতেই জল ঢালা হউক না কেন, সেই দিকই যেন সম্পূর্ণ রূপে ভিজিয়া যায় এবং এক বিন্দু পরিমিত স্থানও যেন শুষ্ক না থাকে। শুষ্ক থাকিলে সুন্নত আদায় হইবেক না। শরীরে পানি ঢালিবার সময় গাত্র মার্জ্জন করাও সুন্নত। গোসল করিবার জায়গায় পানি তিতিয়া থাকিলে গোসলের পর স্থানান্তরিত হইয়া পা ধৌত করা সুন্নত। জল না তিতিলে স্থানান্তরিত হইবার দরকার নাই।

গোসলের আবশ্যকীয় নিয়ম ঃ—

স্ত্রীলোকের চুল বেণী গাঁথা বা কবরী বিশিষ্ট হইলে গোসলের সময় খুলিবার দরকার নাই। উহার নিম্ন দেশে জল প্রবেশ করাইলেই চলিবে। এইরূপ ভাবে ধৌত করাইলে যদি কেশের নিম্ন দেশ ভিজিতে না পারে, তবে কবরী বা বেণী খুলিয়া দেওয়া ওয়াজেব। স্ত্রীলোকের মাথায় বেণী বা কবরী না থাকিলে, তাহার সমুদয় কেশদামকেই সিক্ত করা ওয়াজেব। পুরুষের মাথায় বেণী বা কবরী থাকিলে গোসলের সময় উহা খুলিয়া ফেলা ওয়াজেব।

যাহার খাত্না (ত্বক্‌চ্ছেদ) হয় নাই, কষ্ট বোধ না করিলে তাহার আল্‌গা চর্ম্মের নীচ পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করান ওয়াজেব; কষ্ট বোধ হইলে এরূপ করিবার আবশ্যক নাই।

ঘৃত কি চর্ব্বি প্রভৃতি কোন দ্রব্য জমানাবস্থায় শরীরে লাগিয়া থাকিলে তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া শরীর ধৌত করা ওয়াজেব।

নখের নীচে যদি চর্ব্বি প্রভৃতি কোন দ্রব্য জমান অবস্থায় লাগিয়া থাকে ও তাহাতে জল প্রবেশ অসম্ভব হয়, তবে ঐ পদার্থ দূর করিয়া উক্ত স্থানে জল প্রবেশ করাইবে।

যদি দাঁতের ফাঁকে এমন কোন কঠিন দ্রব্য বিদ্ধ থাকে, যে, তাহার জন্য দন্তমূলে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তবে ঐ পদার্থ উঠাইয়া ফেলিয়া উক্ত স্থানে জল প্রবেশ করাইবে।

হাতের অঙ্গুরী বা স্ত্রীলোকের কাণের ফুল প্রভৃতি কঠিন

ভাবে আঁটা থাকিলে গোসলের পূর্ব্বে তাহা খুলিয়া রাখিবে বা আবর্ত্তন করাইয়া উহার নিম্ন দেশে জল প্রবেশ করাইবে।

ওজুর প্রকার ভেদ।

(১) ওজু না থাকিলে নামাজের জন্য ওজু করা ফরজ।

(২) পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করণার্থ ওজু করা ওয়াজেব।

(৩) মিথ্যা বলার পর,

(৪) অসাক্ষাতে পরের নিন্দা করিবার পর,

(৫) হি হি করিয়া হাস্য করার পর,

(৬) খারাপ গান ও গজল গাহিবার পর,

(৭) উষ্ট্রের মাংস ভক্ষণ করিবার পর,

(৮) পাপ করিবার পর,

(৯) নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার পর,

(১০) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবার পর,

(১১) অপবিত্র ব্যক্তির গোসল করিবার পূর্ব্বে,

(১২) পানাহার করিবার পূর্ব্বে,

(১৩) শুইবার ও স্ত্রী সহবাস করিবার পূর্ব্বে,

(১৪) রাগের সময়।

(১৫) কোরাণ শরিফ পাঠ করিবার পূর্ব্বে,

(১৬) হাদিস শরিফ পড়িবার জন্য ও ধর্ম্মের বিদ্যা (এল্‌মে দীনি) পড়িবার বা পড়াইবার পূর্ব্বে।

(১৭) আজান ও একামতের পূর্ব্বে,

(১৮) নেকাহ প্রভৃতির খোৎবা পাঠের পূর্ব্বে,

(১৯) পয়গম্বর সাহেবের জিয়ারতের জন্য,

(২০) আরফার ময়দানে খাড়া হইবার ও সাফা মার-ওয়ায় দৌড়াইবার সময়,

(২১) শরিয়তের কোন কেতাব স্পর্শ করণার্থ,

(২২) প্রত্যেক গোসলের সময় ওজু থাকা সত্ত্বেও পুনঃ ওজু করা,

(২৩) এক মজলিস হইতে অন্য মজলিসে গমন করিবার পূর্ব্বে,

(২৪) প্রত্যেক নামাজের সময় ওজু থাকা সত্ত্বেও পুনঃ ওজু করা ও

(২৫) সততই ওজুর সঙ্গে থাকা মস্তাহাব।

ওজুতে ফরজ সমূহ।

ওজুতে পাঁচটী ফরজ আছে; যথা—

(১) মস্তকে চুল জন্মিবার স্থান হইতে থুত্‌লীর নিম্ন পর্য্যন্ত এবং এক কর্ণের সম্মুখ হইতে অপর কর্ণের সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত সমুদয় মুখ মণ্ডল এক বার ধৌত করা।

(২) উভয় হাতের কনুই পর্য্যন্ত ধৌত করা।

(৩) উভয় পায়ের ঘটনু পর্য্যন্ত এক বার ধৌত করা।

(৪) মস্তকের এক চতুর্থাংশ এক বার মুছেহ করা।

(৫) থুৎনীর নিম্নস্থ দাড়ি রাশি এক বার ধৌত করা।

ওজুতে সুন্নত সমূহ।

(১) পবিত্র হইবার বা এবাদৎ করিবার জন্য ইচ্ছা করা,

(২) প্রস্রাব পায়খানার পূর্ব্বে উভয় হস্তের পাঞ্জা ধৌত করা (ওজু থাকাতেও),

(৩) প্রস্রাব পায়খানা শেষ করিয়া ওজু করিবার পূর্ব্বে, بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ + পড়া,

(৪) উভয় হস্তের পাঞ্জা ৩ বার ধৌত করা,

(৫) তিন বার কুলকুচ করা,

(৬) কুলকুচ করিবার সময় দাঁতন করা,

(৭) তিন বার নাসিকাভ্যন্তরে জল প্রবেশ কবান,

(৮) রোজাদার না হইতে নাকের ও মুখের ভিতর পানি অবশ্য দেওয়া,

(৯) হাতের পৃষ্ঠ গ্রীবার দিকে উল্টাইয়া হাতের তালু ভাগ বাহিরে রাখিয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে অঙ্গুলি দ্বারা দাঁড়ি খেলাল করা (চিঁড়িয়া দেওয়া),

(১০) ওজু করিবার সময় যে যে স্থান ধৌত করা ফরজ, ঐ স্থানগুলি তিন বার করিয়া ধৌত করা,

(১১) নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি তিন বার এরূপ ভাবে ধৌত করিবে, যেন এক বারের ধৌত করার স্থান পুনঃ ধুইবার সময় শুকাইয়া না যায় বা একাংশ ধুইতে ধুইতে পূর্ব্বের ধৌত কৃতাংশ বিশুষ্ক না হয়।

(১২) উভয় হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পরস্পর সম্মুখীন করিয়া মস্তকের সম্মুখ ভাগ হইতে উহার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে মুসেহ্ করিবে যেন সমুদয় মাথাই মুসেহ্ হইয়া যায়।

(১৩) কর্ণ দ্বয়ের ভিতর ও বাহির এরূপ ভাবে মুসেহ্ করিবে যেন তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদয় কর্ণকুহর ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর তালু ভাগ দ্বাবা বাহিরের পৃষ্ঠা বিধৌত হয়।

(১৪) প্রথমতঃ মুখ, তৎপর হাত, তৎপর শির মুসেহ্ ও তৎপর পদ ধৌত কবা এবং ইহার বিপর্য্যয় না ঘটান,

(১৫) ওজু কালে ধৌত করিবায় স্থানগুলি ধুইবার সময় মর্দ্দন করা,

(১৬) ওজুর সময় অতিরিক্ত পাণি ব্যয় করা,

(১৭) সজোরে মুখে জল নিক্ষেপ না করা।

—o—
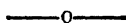
ওজুতে মস্তাহাব সমূহ।

(১) ওজু করিবার সময় কেব্‌লা-মুখ হইয়া বসিবে।

(২) উচু স্থানে বসিয়া ওজু করিবে যেন জলের ছিটা গায়ে না লাগে।

(৩) বিশেষ কারণ না থাকিলে ওজুতে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করিবে না।

(৪) অত্যাবশ্যকীয় না হইলে ওজু কালে সাংসারিক কোন কথা আলাপ করিবে না।

(৫) মনে ও মুখে ওজুর নিয়েত করিবে।

(৬) হাত পা ধুইবার সময় ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ কবিবে।

(৭) অঙ্গুরী থাকিলে সরাইয়া তন্নিম্নে জল প্রবেশ করাইবে।

(৮) হাতের কব্জার পৃষ্ঠ দ্বারা ঘাড় মুসেহ করিবে।

(৯) কর্ণ মুসেহ করিবার সময় উভয় হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট করাইবে।

(১০) বিশেষ কারণ না থাকিলে সময়ের কিছু পূর্ব্বেই ওজু করা উচিত।

(১১) ওজুর সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করিবার পূর্ব্বে এই দোওয়া পাঠ করিবে ঃ—

بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام +

(বঙ্গানুবাদ) অতিশয় ক্ষমতাশালী খোদা-তালার নামে আরম্ভ করিতেছি ; ইস্‌লাম ধর্ম্ম রূপ নিয়ামত দানের জন্য যাবতীয় প্রশংসাই খোদার।

(১২) ওজুর প্রত্যেক অঙ্গ সমাধা করিবার পর নিম্ন-

লিখিত দোওয়া প্রত্যেক বার আবৃত্তি করিবার জন্য হাদিস শরিফে তাকিদ আছে ঃ—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ +

(অনুবাদ) হে আল্লা আমি তোমার নিকট হইতে মঙ্গল ও বরকত প্রার্থনা করি এবং মন্দ ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাহায্য চাই।

কুল কুচ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা! কোরাণ পাঠ করিতে, তোমার জেকের করিতে, তোমার শুকুর (কৃতজ্ঞতা স্বীকার) করিতে এবং তোমার বন্দেগী করিতে আমাকে সাহায্য কর।

নাকে পানি দিবার সময় এই দোওয়া আবৃত্তি করিবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা! তুমি আমাকে বেহেস্তের গন্ধ লইতে দাও এবং দোজখের গন্ধ লইতে বাঁচাও (রক্ষা কর)।

মুখ ধুইবার সময় এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ +

অনুবাদ ঃ—হে খোদা! কাহারও মুখ উজ্জ্বল ও কাহারও মুখ যে দিন মলিন হইবে, আমার মুখ সেই দিন আলোকিত করিও।

দক্ষিণ হস্ত ধুইবার সময় এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا +

অনুবাদ ঃ—হে খোদা! আমার আমল নামা আমার দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিও এবং সহজ ভাবে আমা হইতে হিসাব গ্রহণ করিও।

বাম হস্ত ধৌত করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা! আমার আমল নামা আমার বাম হাতে বা পিঠের দিক হইতে প্রদান করিও না।

শির মুসেহ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ +

অনুবাদ ঃ—হে খোদা! যে দিন তোমার আরশের পায়া ব্যতীত আর ছায়া থাকিবে না, সে দিন তুমি আমাকে ঐ ছায়ার নীচে স্থান দিও।

কর্ণদ্বয় মুসেহ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ +

অনুবাদ ঃ—হে খোদা! কোরাণ শ্রবণ কারী এবং তাহার সদাদেশানুযায়ী কার্য্যকারী গণের মধ্যে আমাকেও সামেল (গণ্য) কর।

গ্রীবা মোসেহ্ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ +

অনুবাদ ঃ—হে খোদা! আমার এই গ্রীবাকে তুমি নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিও।

দক্ষিণ পা ধুইবার সময় এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা! "পুল সেরাৎ" পার হইতে যে দিন অনেকেরই পা পিছলাইয়া যাইবে, সেই দিন আমার এই পা কে শক্তিশালী ও অটল করিও।

—o—

বাম পা ধৌত করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ

لَنْ تَبُوْرَ ×

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা, তুমি আমার গোনা মাফ কর,

আমার চেষ্টাকে ফলবতী কর এবং আমার ব্যবসাকে লাভ জনক কর।

—o—

ওজু শেষ করিয়া রসুল করিমের (দঃ) উপর দরুদ শরিফ পাঠ করিবার পর এই দোওয়া পড়িবে যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ
لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা, আমাকে তওবাকারি দিগের মধ্যে পবিত্রতাকাঙ্ক্ষি-গণের মধ্যে, তোমার নেক বান্দাগণের মধ্যে যে সকল লোক নির্ভীক থাকিবে, তাহাদের মধ্যে সামেল (গণ্য) কর; যাহারা চিন্তা যুক্ত থাকিবে, তাহাদের মধ্যে নহে।

(১৭) ওজু করিয়া যে জল অবশিষ্ট থাকিবে, ওজু অন্তে তাহা দাঁড়াইয়া পান করিবে। এই সকল বিষয় ওজুতে মোস্তাহাব।

———

ওজুতে মকরূহ্ সমূহ।

—o—

(১) ওজু করিবার সময় জোরে মুখে পানি নিক্ষেপ করা,

(২) বিশুদ্ধ জল দ্বারা ওজুর স্থান সমূহ ধৌত করিয়া এরূপ ভাবে মালিশ করা যেন ঐ স্থান হইতে জল বিন্দু ক্ষরিত না হয়,

(৩) অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা,

(৪) তিন বার শির মুসেহ করা,

(৫) স্ত্রীলোকের ওজু বা গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের ওজু করা,

(৬) নাপাক স্থানে বসিয়া ওজু করা,

(৭) মসজিদের যে স্থানে বসিয়া ওজু করিলে, ওজুর পানি মসজিদে গড়াইয়া যায়, সেইখানে বসিয়া ওজু করা এবং

(৮) পানিতে থু থু বা কফ ফালান।

ওজু ভঙ্গের বিবরণ।

(১) স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও গুহ্য বা মূত্র-দ্বার দিয়া প্রস্রাব, শুক্র, মজি, পায়খানা প্রভৃতি বহির্গত হইলে,

(২) পোকা, প্রস্তর খণ্ড ও বাতাস প্রভৃতি স্ত্রী বা পুরুষের মূত্র বা মল-দ্বার দিয়া বাহির হইলে,

(৩) মুখ ভরিয়া যে কোন প্রকার বমন হইলে,

(৪) রক্ত বা পূঁজাদি শরীর হইতে বহির্গত হইয়া, স্বতঃই কিঞ্চিন্মাত্র বহিয়া গেলে বা গড়াইয়া দিলে বহিয়া যাই-বার সম্ভাবনা থাকিলে,

(৫) মুখ হইতে রক্ত বা পূঁজ যদি তৎসঙ্গে নিক্ষিপ্ত থু থু হইতে অধিক বা সম পরিমাণে বহির্গত হয়,

(৬) চিৎ বা উপব বা যে কোন পার্শ্বে অসতর্কতার সহিত শয়ন করিলে বা আশ্রয়টী স্থানান্তরিত করিলে যদি পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, এরূপ কিছুতে ঠেস্ দিয়া আরাম করিলে,

(৭) সংজ্ঞাহীন বা উন্মাদ হইলে,

(৮) নেশা পান করিয়া যদি এরূপ অভিভূত হয় যে, হাটিবার সময় পা ঠিক স্থানে পতিত হয় না,

(৯) বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষ রুকূ ও সেজদা বিশিষ্ট নামাজ মধ্যে হা হা করিয়া হাস্য করিলে, এবং

(১০) স্ত্রী বা পুরুষ সহওতের সঙ্গে লজ্জা স্থান মর্দ্দন করিলে ওজু ভঙ্গ হয়।

মোজা মোসেহের বিবরণ।
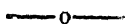
ওজুর মধ্যে পা ধুইবার স্থলে মোজা মুসেহ করিবার জন্য কয়েকটী সর্ত্ত আছে যথা ঃ—

(১) মোজা দ্বারা পায়ের নিম্ন গিরা পর্য্যন্ত আবৃত থাকা

এবং উহা ছেঁড়া হইলে, ঐ ছেঁড়া ৩ অঙ্গুলির কম পরিসর যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

(২) এইরূপ পুরু কাপড় বা চামড়ার মোজা হওয়া চাই যেন সহজেই উহাতে জল প্রবিষ্ট হইয়া পা ভিজিতে না পারে। যদি কোন স্বগৃহবাসী ব্যক্তি ওজু থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করে, তবে ওজু ভঙ্গের সময় হইতে তিনি ২৪ ঘণ্টা কাল এবং প্রবাসিগণ তিন দিবস পর্য্যন্ত মোজা মুসেহ্‌ করিতে পারিবেন।

মোজা মুসেহের সুন্নত সমূহ ঃ—

ডাহিন হাতের অঙ্গুলি ভিজাইয়া ডাহিন পায়ের অঙ্গুলির উপর এবং বাম হাতের অঙ্গুলি ভিজাইয়া বাম পদের অঙ্গুলির উপর রাখিয়া উপরের দিকে টানিতে হয়। যে সকল কার্য্য দ্বারা অজু নষ্ট হয়, সেই সকল কার্য্য দ্বারা মুসেহ্‌ও নষ্ট হয়।

(৩) মোজার ছেঁড়া স্থানের পরিমাণ যদি এক স্থানেই ৩ অঙ্গুলি পরিমিত হয় বা এক মোজার যাবতীয় ছেঁড়া স্থান সমূহের সমষ্টি ৩ অঙ্গুলির সমান হয়, তবে মোজা মুসেহ দুরস্ত হইবেক না।

(৪) উভয় বা যে কোন এক পায়ের মোজা খুলিবা মাত্রই মোসেহ নষ্ট হইবে, এবং এমতাবস্থায় আর মুসেহ দুরস্ত হয় না।

(৫) মূসেহ করিবার পর উপরোক্ত সময় অতিবাহিত হইলে পুনঃ মোসেহ করা উচিত।

(৬) পায়ের অধিকাংশ মোজা হইতে বহিষ্কৃত হইলে বা মোজার ভিতরস্থ পায়ের অধিকাংশ সিক্ত হইলে ওজু থাকা স্বত্বেও পা ধুইতে হইবে।

তৈয়মমের বিবরণ।

যাহার ওজু বা গোসলের আবশ্যক হয়, জল স্পর্শে যদি তাহার রোগ হইবার বা রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে, ওজুর সময় ওজু করণোপযোগী ও গোসলের সময় গোসল করণোপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়া না যায়, কিম্বা প্রবাসে নামাজের সময় উপস্থিত হইলে তথায় যদি এক মাইলের মধ্যে জল পাওয়া না যায়, তবে এই সকল অবস্থায় তৈয়মম করিয়া নামাজ পড়া সিদ্ধ।

তৈয়মম (ধূলি দ্বারা অবগাহন বিশেষ) করিবার নিয়ম এই ঃ—

(১) "আমি নাপাক হইতে পাক হইবার জন্য" কি "নামাজ পড়িবার জন্য তৈয়মম করিতেছি" এইরূপ নিয়ত করা ফরজ।

(২) বিনা নিয়তে তৈমম সিদ্ধ হইবে না।

(৩) উভয় হাতের তালু ভাগ প্রসারিত করিয়া পবিত্র

ও শুষ্ক মাটীতে মারিবে। তৎপর উভয় হস্ত একত্র করতঃ তালি দিবে এবং ফু দিয়া এই হস্তদ্বয় দ্বারা সমুদয় মুখমণ্ডল মুসেহ্‌ করিবে। দ্বিতীয় বারও এইরূপ উভয় হস্ত পবিত্র মাটীতে মারিয়া তালি দান করতঃ ফু দিবে এবং বাম হস্ত দ্বারা ডাহিন হাত ও ডাহিন হস্ত দ্বারা বাম হাতের কনুই পর্য্যন্ত সকল স্থানই মুসেহ্‌ করিবে। কোন স্থান যেন খালি না থাকে। হাতে অঙ্গুরী থাকিলে তাহা সরাইয়া তন্নিম্ন স্থানে মুসেহ করিবে। অঙ্গুলিও খেলাল করিতে হইবে। মৃত্তিকা জাতীয় দ্রব্য দ্বারা মাত্র তৈয়মম সিদ্ধ হয়; যথা—প্রস্তর, চূর্ণ, বালি, সুরমা, হরিতাল, পথের পাক ধূলি (যাহা শরীর, বালিশ, বা বৃক্ষ গাত্রে জমা হইয়া থাকে) ইত্যাদি। তৈয়মম সিদ্ধ হইবার জন্য এই জিনিসগুলিও শুদ্ধ হওয়া চাই।

যে যে কার্য্য দ্বারা ওজু ভঙ্গ হয়, সেই সেই কার্য্য দ্বারা তৈয়মমও ভঙ্গ হয়।

পানি না পাইয়া তৈয়মম করিবার অব্যবহিত পরেই পানি পাওয়া গেলে তৈয়মম ভঙ্গ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

নামাজের বিবরণ।

দৈনন্দিন পাঁচ বার ফরজ নামাজের বিবরণ ঃ—

প্রতিদিন পাঁচ বার উপাসনা করা ফরজ (ঐশী আদেশ)। এই সকল ফরজকে তাচ্ছল্য করিলে কাফের হইবে। স্বেচ্ছায় প্রতিপালন না করিলে গুণাহে কবিরা (মহা পাপ)।

ফরজ নামাজ এই যথা ঃ—

(১) ফজরের (প্রাতরুপাসনার) ২ রেকাত,

(২) জোহরের (দিবা তৃতীয় প্রাহরিক উপাসনার) ৪ রেকাত,

(৩) জোম্মার দিবস জোহরের ৪ রেকাত স্থলে জোম্মার ২ রেকাত,

(৪) আসরের (দিবা চতুর্থ প্রাহরিক উপাসনার) ৪ রেকাত,

(৫) মগ্‌রেবের (সান্ধ্যোপাসনার) ৩ রেকাত,

(৬) এশার (নৈশ উপাসনার) ৪ রেকাত।

ওয়াজেব ও সুন্নতে মোয়াক্কেদা নামাজের বিবরণ।

—o—

এই সকল নামাজও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলে গোনাহ্ হয়।

(১) ফজরের ফরজ পড়িবার পূর্ব্বে ২ রেকাত।

(২) জোহরের ফরজ পড়িবার পূর্ব্বে ৪ রেকাত।

(৩) জোহরের ফরজ পড়িবাব পর ২ রেকাত।

(৪) যদি জোহরের পরিবর্ত্তে জোম্মা পড়িতে হয়, তবে জোম্মার ফরজের পূর্ব্বে ৪ রেকাত ও পরে ৪ রেকাত।

(৫) মগরেবের ফরজ পড়িবার পর ২ রেকাত।

(৬) এশার ফরজের পর ২ রেকাত।

(৭) রমজান মাসের চন্দ্র দৃষ্ট হইবার পর হইতে পরবর্ত্তী মাসের অর্থাৎ শওয়ালের চাঁদ উদয়ের পূর্ব্ব রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রে ২০ রেকাত "তারাবি" নামাজ পড়া সোন্নতে মোয়াক্কেদা।

তারাবি নামাজ ৮ রেকাত পড়িয়া শেষ করিলে উহা দুরস্ত নহে।

নৈশ উপাসনার পর হইতে ফজরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কোন সময় মধ্যে ৩ রেকাত বেতের ও উভয় ঈদের নামাজ ওয়াজেব।

———

নামাজের সর্ত্ত সমূহ ঃ—

এই সকল সর্ত্ত আদায় করা ওয়াজেব ঃ—

(১) শরীর ও পরিহিত বস্ত্রাদি শুদ্ধ রাখা,

(২) পুরুষের নাভি হইতে পায়ের নিম্ন গাইট পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখ এবং হাত পায়ের তল ব্যতীত সমুদয় শরীর বস্ত্রাবৃত করা,

(৩) কাবা শরীফের মুখী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া ও

(৪) যে নামাজ পড়িতে হয়, তাহার নিয়েত করা।

নামাজের ফরজের বিবরণ।

——o——

নামাজ মধ্যে ৬টী ফরজ আছে, যথা ঃ—

(১) তক্‌বির (খোদার মহত্ব ঘোষণা) এবং তহরিমা (নামাজ মধ্যে জগতের যাবতীয় কার্য্যাদি হারাম জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া) করিয়া اللّٰه اكبر বলিয়া আরম্ভ করা,

(২) দাঁড়াইবার শক্তি থাকিলে কেরাত পড়িবার (কোরাণের কোন অংশ আবৃত্তি করিবার) জন্য দণ্ডায়মান হওয়া,

(৩) ন্যূন কল্পে ১ আয়েত পরিমিত কোরাণ প্রতি রেকাতে আবৃত্তি করা,

(৪) প্রতি রেকাতে রুকু করা অর্থাৎ হাটুতে হস্ত স্থাপন করিয়া মস্তক নত করা,

(৫) প্রতি রেকাতে দুই বার সেজদা করা,

(৬) শেষ সেজদা করার পর "আখেরী কায়েদা" অর্থাৎ আত্তা হিয়াতো পড়িতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিত সময় আদবের সহিত বসিয়া থাকা।

নামাজের ওয়াজেবের বিবরণ।

—o—

নামাজ মধ্যে যে যে ওয়াজেব আছে, তাহা সজ্ঞানে আদায় না করিলেও নামাজ নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঐ নামাজ দ্বিতীয় বার আদায় করা ওয়াজেব। যদি ভুল বশতঃ এই ওয়াজেব পরিত্যক্ত হয়, তবে "সুহু সেজদা" ওয়াজেব। সুহু সেজদাও না করিলে নামাজ সিদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার পড়ন ওয়াজেব। দ্বিতীয় বার না পড়িলে গোনাহ্‌গার ও ফাসেক মধ্যে গণ্য হইবে।

(১) জোহর-আছর নির্ব্বিশেষে যাবতীয় ফরজ নামাজের প্রথম দুই রেকাতে এবং "কছর" (প্রবাসীর নামাজ) এবং জোম্মার প্রতি দুই রেকাতে কেরাত (সুরা ফাতেহা ব্যতীত কোরাণের কোন অংশ পাঠ করা) পড়িবে,

(২) প্রত্যেক রেকাতে সুরায়ে ফাতেহা পড়া,

(৩) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রেকাতে এবং সুন্নত ও নফল নামজের সকল রেকাতেই সুরায়ে ফাতেহার পর কোন ছোট সুরা, ছোট ছোট তিন আয়েত বা ক্ষুদ্র ২।৩ আয়েতের সমষ্টি তুল্য এক আয়েত পাঠ করা,

(৪) অন্যান্য সুরার পূর্ব্বেই ফাতেহা পাঠ করা,

(৫) নামাজ মধ্যে কেরাত, রুকু, সিজদা প্রভৃতি নামাজের যাবতীয় আরকান (অঙ্গ) গুলি যথাযথ রূপে সমাধা করার প্রতি মনোযোগ রাখা,

(৬) নামাজের অঙ্গগুলি সমাধা করিবার সময় যথাবিহিত স্থানে শরীরকে স্থির রাখা; যথা—রুকু হইতে উঠিয়া খাড়া হইবাব পর, এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অন্ততঃ এক বার তস্‌বি পড়িবার পরিমিত সময় স্থির থাকা,

(৭) 'কায়েদায়ে আওলা'তে অর্থাৎ ৩ বা ৪ রেকাত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম ২ রেকাত পড়িয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকা,

(৮) উভয় কায়েদাতেই উপরোক্ত রূপে বসিয়া থাকার সময় 'আত্তাহিয়াতো' পড়া,

(৯) নামাজ হইতে অবসর হইবার জন্য আচ্ছালামো (اَلسَّلَام) বলা,

(১০) বেতের নামাজে (دعاقنوت) দোওয়া কনুত পড়া,

(১১) উভয় ঈদ্, জুম্মা ও ফজরের উভয় রেকাতে এবং মগরেব ও এশার প্রথম দুই রেকাতে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়া,

(১২) জহুর ও আসরের প্রত্যেক রেকাতেই মনে মনে কেরাত পড়া,

(১৩) প্রত্যেক ওয়াজেবকে যথাযথ স্থানে আদায় করা এবং

(১৪) ইদের নামাজে অতিরিক্ত তক্‌বির (উচ্চৈঃস্বরে ৬ বার খোদার মহত্ব ঘোষণা) করা ওয়াজেব্।

নামাজের সুন্নতের বিবরণ।

নামাজের মধ্যে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সুন্নত :—

(১) তক্‌বির ও তহরিমার জন্য পুরুষগণকে কর্ণ পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকগণকে স্কন্ধ পর্য্যন্ত উভয় হস্ত উত্তোলন করা,

(২) তক্‌বির ও তহরিমার সময় হাত মুষ্টিবদ্ধ না করা,

(৩) ইমামকে আবশ্যকানুযায়ী سمع الله لمن حمده ও الله اكبر প্রভৃতি কলেমা এবং সালামের সময় উচ্চৈঃস্বরে السلام عليكم و رحمة الله পড়া এবং মোক্তাদিগণকে বা একা উপাসনাকারি গণকে উহা মনে মনে পড়া,

(৪) بسم الله শেষ পর্য্যন্ত ও اعوذ بالله ও سبحانك ও آمين (সুরা ফাতেহার পর) মনে মনে পড়া,

(৫) তকবিরের পর তহরিমা ও কেরাত পড়িবার সময় পুরুষগণ নাভির নীচে এইরূপে হস্তদ্বয় পরস্পর বদ্ধ করিবে, যেন ডাহিন হাত বাম হাতের উপর থাকে এবং স্ত্রীলোকগণ বক্ষোপরি এইরূপে হস্ত বদ্ধ করিবে, যেন দক্ষিণ হস্তের কব্জা বাম হস্তের কব্জার উপর স্থাপিত হয়।

(৬) রুকু করিবার সময় তকবির বলা,

(৭) রুকু মধ্যে ৩ বার سبحان ربی العظیم বলা,

(৮) রুকু হইতে উঠিবার সময় এমামকে سمع الله لمن حمده পা ।,

(৯) রুকু হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঠিক সোজা ভাবে দাঁড়ান,

(১০) সিজ্‌দার জন্য তক্‌বির বলা,

(১১) সিজ্‌দাতে উভয় হস্তের তালু হাটুর অগ্রস্থিত ভূমিতে স্থাপন করা,

(১২) সিজ্‌দাতে ৩ বার سبحان ربی الاعلی বলা,

(১৩) সিজ্‌দা হইতে উঠিবার সময় তক্‌বির বলা,

(১৪) সিজ্‌দা হইতে উঠিয়া ঠিক হইয়া বসা,

(১৫) নামাজের এক রুকুন (অঙ্গ) সমাধা করতঃ অন্য রুকুনে আসিবার সময় তক্‌বির বলা,

(১৬) দুই সিজদার মধ্যবর্ত্তী সময়ে উপবেশন কালে হস্তদ্বয় উভয় জানুর উপর স্থাপন করা,

(১৭) উভয় কায়েদাতে (আত্তাহিয়াতো পড়িবার

সময়) পুরুষগণকে বাম পা পাতিয়া উহাতে উপবিষ্ট হওত: ডাহিন পায়ের পাতা খাড়া রাখা, আর স্ত্রীলোকদিগকে উভয় পা ভূমিতে পাতিয়া ডাহিন দিকে বাহির করিয়া দেওয়া ও বাম দিকে একটু হেলিয়া বসা,

(১৮) শেষ কায়েদাতে আত্তাহিয়াতো ও দরুদ শরিফ (পূর্ণ আত্তাহিয়াত) পড়া,

(১৯) প্রার্থনার সময় খোদার নিকট ঐ সকল বিষয় যাচ্ঞা করা উচিত যাহা বান্দার পক্ষে দান করা অসম্ভব।

(২০) সালামের সময় ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরান সুন্নত।

এই সকল সুন্নত ত্যক্ত হইলে নামাজও ভঙ্গ হয় না বা সুহু সিজদা দিবারও দরকার হয় না, তবে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করাটা ভাল নহে।

নামাজ নষ্ট হইবার বিবরণ।

নামাজ মধ্যে যে সকল বিষয় সংঘটিত হইলে নামাজ নষ্ট হয়, এবং উহা দ্বিতীয় বার পড়া ওয়াজেব হয়, তাহা এই :—

(১) ভুল বশতঃ নামাজ মধ্যে কথা কহিলে,

(২) কাহাকেও সালাম করিলে,

(৩) ভুল বশতঃ বা জ্ঞানতঃ বাক্য দ্বারা কাহার সালামের উত্তর দান করিলে,

(৪) নামাজ মধ্যে আহ্ আহ্ উহ্ উহ্ প্রভৃতি করিলে এবং কোন বিপদ বা কষ্টে পড়িয়া ক্রন্দন করিলে, (কিন্তু বেহেশ্‌ত বা দোজখের বিষয় স্মরণ করিয়া কাঁদিলে নামাজ নষ্ট হইবেক না)।

(৫) বিনা ওজরে নামাজ মধ্যে উহ্ উহ্ করিলে,

(৬) কাহারও হাঁচির জওয়াব দিলে,

(৭) কোন বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিয়া

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলিলে,

(৮) কোন সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া الحمد لله বলিলে,

(৯) আশ্চর্য্য জনক কোন সংবাদ শ্রবণ করিয়া سبحان الله পড়িলে,

(১০) ইমাম ব্যতীত অন্য কাহারও ভুল স্মরণ করাইয়া দিলে (লুকমা দিলে),

(১১) কোরাণ শরিফ দেখিয়া নামাজের সুরা পাঠ করিলে,

(১২) অপবিত্র স্থানে সিজ্‌দা করিলে,

(১৩) মনুষ্য দ্বারা হইতে পারে এমন কোন বর খোদা হইতে প্রার্থনা করিলে, যথা—বিবাহ প্রভৃতি।

(১৪) পানাহার করিলে,

(১৫) নামাজ পড়িতেছে কি অন্য কিছু করিতেছে

বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে এরূপ ভাবে নামাজ পড়িলে,

(১৬) নামাজ মধ্যে উভয় পা উত্তোলন করিলে।

নমাজ মক্‌রুহ্ হইবার বিবরণ।

নামাজ মধ্যে যাহা যাহা সংঘটিত হইলে নামাজ মকরুহ্ হয় তাহা এই ঃ—

(১) চাদরের উভয় দিক উভয় স্কন্ধে সোজা সোজি বা আড়া আড়ি ভাবে স্থাপন করিলে,

(২) ডানার ভিতর হাত না দিয়া আবা পরিধান করতঃ নামাজ পড়িলে,

(ক) ধুলি বালি লাগিবার ভয়ে নামাজ পড়িবাব সময় কাপড় গুটাইলে,

(৩) কাপড়ে বা শরীরে বিনা কারণে হাত বুলাইলে,

(৪) পুরুষের পক্ষে কবরী বাঁধিয়া নামাজ পড়িলে,

(৫) অঙ্গুলির গাইট্ ফুটাইলে,

(৬) স্কন্ধ ফিরাইয়া ডাহিন বাম বা পশ্চাতে নজর করিলে,

(৭) সিজদার স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ প্রস্তর খণ্ডাদি স্থানান্তরিত করিলে,

(৮) নামাজ মধ্যে গা মোচড়া দিলে,

(৯) কটি দেশে হস্ত স্থাপন করিলে,

(১০) কুকুরের ন্যায় উপবেশন করিলে,

(১১) সিজদার সময় উভয় হস্তকে আকনুই ভূমিতে শায়িত করিলে,

(১২) সিজদার সময় উদর জানুর সহিত একত্র করিলে,

(১৩) বিনা কারণে চারি জানু হইয়া বসিলে,

(১৪) ইমাম এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে—যেন তাহার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের মোক্তাদিগণকেও দেখা না যায়,

(১৫) ইমাম একাকী বা কতিপয় মোক্তাদি সহ এক হস্ত পরিমিত উচু স্থানে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারে, কিন্তু মোক্তাদিগণ উপরে ও ইমাম নীচে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে,

(১৬) কাতারে স্থান থাকা সত্ত্বেও পৃথক্ ভাবে একাকী দাঁড়াইলে,

(১৭) ডাহিনে, বামে, সম্মুখে বা উর্দ্ধে কোন জন্তুর চিত্র থাকিলে,

(১৮) অনাবৃত মস্তকে নামাজ পড়িলে,

(১৯) কোন জন্তুর চিত্র বিশিষ্ট কাপড় পরিয়া নামাজ পড়িলে।

নামাজ মধ্যে ওজু ভঙ্গের বিবরণ।

নামাজ মধ্যে কাহারও ওজু ভঙ্গ হইলে ওজু করতঃ প্রথম হইতে নামাজ পুনর্ব্বার পড়া উচিত। নামাজ হইতে অবসর

গ্রহণ করতঃ ওজু করিয়া নামাজের অবশিষ্টাংশ সমাধা করাও সিদ্ধ। মসজিদের মধ্যে এইরূপ ওজু ভঙ্গ হইলে ওজু করিবার জন্য বা অন্য কোন কারণ বশতঃ বাহিরে না যাইয়া বা কাহারও সহিত কথা না কহিয়া মাত্র নামাজের বাকী অংশ পড়া যায়। মোক্তাদি-রূপে নামাজ পড়িবার সময় ওজু ভঙ্গ হইলে উপরোক্ত নিয়মে ওজু করিয়া ইমাম নামাজে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও উহাতেই দাখেল হইয়া পড়িতে থাকিবে এবং ইমামের নামাজ শেষ হইবাব পর তাহার পরিত্যক্ত নামাজাংশ সুরায়ে ফাতেহা প্রভৃতি কেরাত না করিয়া সমাধা করিবে। ইমামের ওজু ভঙ্গ হইলে যে কোন উপযুক্ত মোক্তাদিকে তাহার প্রতিভূ রাখিয়া ওজু করতঃ উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী মোক্তাদি হইয়া নামাজের পরিত্যক্তাংশ তাহার পূর্ব্ব স্থানে বা ওজু করার স্থানেই দাঁড়াইয়া শেষ করিতে পারে। ইমামকে ওজু করিবার জন্য তাহার খলিফা (প্রতিভূ) হইতে যদি এইরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হয়, যেখান হইতে ঐ খলিফার এক্তেদা করা যায় না, তবে ওজুর স্থান পরিত্যাগ করিয়া খলিফার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার এক্তেদা করতঃ উপরোক্ত রূপে নামাজ শেষ করিবে। যদি শেষ কায়েদার সময় কাহারও ওজু ভঙ্গ হয় এবং যদি সে আত্তাহিয়াতো না পড়িয়া থাকে তবে ওজু করিয়া আসিয়া আত্তাহিয়াতো আদি পড়িবার পর সালাম ফিরাইবে, আর পূর্ব্বেই পড়িয়া থাকিলে মাত্র বসিয়াই সালাম ফিরাইবে।

নামাজের সময় নিরূপণ।

—o—

(১) প্রাতরুপাসনার সময় ঃ—

রজনীর অন্ধকার রাশি দূরীভূত হইবার (রাত্রি প্রভাত হইবার) পর হইতে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ফজরের নামাজের সময়। রাত্রি ফরসা হওয়া মাত্রই নামাজ পড়া মস্তাহাব।

(২) জোহরের নামাজের সময় ঃ—

বেলা দ্বিপ্রহরের পর ছায়া-আছলি ব্যতীত কোন বস্তুর ছায়া ঐ বস্তুর দ্বিগুণ না হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের সময়।

(৩) আছরের নামাজের সময় ঃ—

জোহরের পর হইতে (৩১/৪র্থ প্রহরের পর হইতে) সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আছরের সময়। সূর্য্য জরদ বর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মস্তহাব সময় থাকে, কিন্তু জরদ বর্ণ প্রাপ্ত হইলে আছর পড়া মকরুহ্।

(৪) মগরেবের নামাজের সময় ঃ—

সূর্য্যাস্তের পর হইতে পশ্চিম গগনের লালাভ ও শুক্লাভ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত মগরেবের সময়।

(৫) এশার নামাজের সময় ঃ—

পশ্চিম গগনের লাল রং দূর হইবার পর হইতে ফজরের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত এশা বা নৈশ-উপাসনার সময়। ১/৩ অংশ রাত্রি পর্য্যন্ত মস্তাহাব সময় থাকে।

বেতেরের নামাজের সময়ও ঠিক ইহাই, কিন্তু ইহা এশার নামাজের পর পড়িতে হইবে।

কাজা নামাজের বিবরণ।

কারণ বশতঃ সময় মত কোন নামাজ পড়িতে না পারিলে, পরবর্ত্তী নামাজের সময় উহা পড়া ফরজ (ঐশী আদেশ)। "ওয়াক্তি" অর্থাৎ যে সময় নামাজ পড়িতে হয়, কাজা নামাজ ঐ সাময়িক নামাজের পূর্ব্বেই পড়া উচিত; কিন্তু এ নামাজের সময়ও যদি সংকীর্ণ থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বে নিয়মিত নামাজ শেষ করিবে, পরে কাজা নামাজ পড়িবে। যদি কাজা (পরিত্যক্ত বা নষ্ট) নামাজ ৫ বারের কম হইয়া থাকে, তবে উহা নামাজের পূর্ব্বে তরতিবের সহিত (প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন বিপর্য্যয় না করিয়া) সমাধা করা ওয়াজেব; কিন্তু ঐ কাজা নামাজ ৫ বারেরও বেশী হইলে 'তরতিব' ওয়াজেব নহে। সুবিধানুযায়ী অগ্রে বা পশ্চাতে পড়া যাইতে পারে।

যাহার প্রতি "তরতিব" ওয়াজেব (৫ বারের অনধিক নামাজ কাজা কারী) বেতের না পড়িয়া ভুল বশতঃ ফজর পড়িয়া বেতেরের কাজার কথা তাহার স্মরণ হইলেও ফজরের নামাজ নষ্ট হইবেক না।

সুহু বা ভূলের সিজ্‌দা।

—o—

নামাজ মধ্যে যে যে বিষয় ওয়াজেব, তাহাদের যে কোনটী ভ্রম বশতঃ পরিত্যাক্ত হইলে সুহু সেজ্‌দা দেওয়া ওয়াজেব। স্বেচ্ছায়ও কোন বিষয় পরিত্যাগ করিলে নিম্ন-লিখিত বিষয় চতুষ্টয় ব্যতীত কোথাও সুহু সেজ্‌দার আবশ্যক হইবেক না :—

(১) নামাজের "প্রথম কায়েদা" ত্যাগ করা,

(২) আখেরি কায়েদায় দরুদ শরিফ না পড়া,

(৩) সজ্ঞানে নামাজ মধ্যে খোদার কোন হুকুমকে ধ্যান (খেয়াল) কবিতে করিতে নামাজের কোন রুকুন (অঙ্গ) পরিত্যাগ না করা,

(৪) রেকাতে আলার (প্রথম রেকাতের) সিজদা দ্বয়ের যে কোনটী সজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া নামাজের শেষে পুনঃ আদায় (সম্পন্ন) করিলে।

সুহু সিজ্‌দার নিয়ম।

(ক) নামাজের শেষে আখেরি কায়দাতে আত্তাহিয়াতো (দরুদ বা শেষাংশ বাদে) পড়িয়া ডাহিন দিকে সালাম ফিরাইয়া দুই সিজ্‌দা করতঃ আত্তাহিয়াতো ও দরুদ পাঠান্তে উভয় দিকে সালাম ফিরাইবে।

(খ) একই নামাজে ভুল বশতঃ একাধিক ওয়াজেব ও

পরিত্যাক্ত হইলে, সকল গুলির জন্য একবার সুহু সিজ্‌দা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

(গ) যদি কোন মোক্তাদি ইমামের সহিত একতাদা করিবার পূর্ব্বেই ২।১ রেকাত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং যদি তাহার ইমাম সুহু সিজ্‌দা করে, তবে তাহাকেও সুহু সিজ্‌দা করিয়া তৎপর পরিত্যাক্ত নামাজাংশ পড়া আবশ্যক। নামাজ মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির ওজু ভঙ্গ হয় এবং ওজু করিয়া আসিতে আসিতে, ইমাম নামাজ শেষ করিয়া সুহু সিজ্‌দায় উপনীত হয় তবে ঐ মোক্তাদিকে সুহু সিজদাতে সামেল না হইয়া পরিত্যাক্ত নামাজ শেষান্তে সুহু সেজ্‌দা করিতে হইবে। যদি ইমামের সহিত ও সুহু সেজদা করিয়া থাকে তবে পুনরায়ও তাহাকে সুহু করিতে হইবে।

প্রবাসের নামাজের নিয়ম।

কোন ব্যক্তি ৩ দিনের পথ (ন্যূনাধিক ৪০ মাইল) পর্য্যটন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলে তাহার নিজ গ্রাম বা শহর পরিত্যাগ করিয়াই তাহাকে কছর (কম) পড়িতে হইবে—অর্থাৎ চারি রেকাত বিশিষ্ট নামাজে মাত্র প্রথমোক্ত দুই রেকাত পড়িবে; এবং ইচ্ছা থাকিলে সুন্নতাদি পড়িবে নচেৎ সুন্নত পড়ার আবশ্যক নাই। যে পর্য্যন্ত প্রবাসী স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন

না করিবে, তৎকাল তাহাকে কছর পড়িতে হইবে। তবে প্রবাসের কোন স্থানে ১৫ দিবস বা তদূর্দ্ধ কাল অবস্থান করিলে বা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহার কছর করা উচিত নহে। যদি ১৫ দিবসের কম সময় প্রবাসের কোন স্থানে থাকিবার ইচ্ছা থাকে এবং এইরূপে এক বৎসর অতীত হইয়া যায়, অথচ ১৫ দিনের অধিক কাল থাকিবার আবশ্যকতা বোধ না হয়, তথাপি তাহাকে কছর করিতে হইবে। স্বগৃহ বাসী ইমামের প্রবাসী মোক্তাদিগণকে পূরা নামাজই পড়িতে হইবে। আর ইমাম প্রবাসী হইলে তিনি সালাম ফিরাইবার পর মোক্তাদিগণ তাহাদের বাকী নামাজ সমাধা করিবে। এই সময় তাহারা (মোক্তাদিগণ) সুরা ফাতেহা পড়িবার পরিমিত সময় চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। ইমাম প্রবাসী এবং তাহার মোক্তাদি গৃহ বাসী হইলে, ইমাম তাহার কছর বার্ত্তা নামাজের পূর্ব্বেই সকলকে জানাইবে। এইরূপ জানান মোস্তাহাব। বাড়ীর কাজা নামাজ প্রবাসে পড়িলে উহা পূর্ণই পড়িতে হইবে এবং সফরের (প্রবাসের) কাজা নামাজ বাড়ীতে আসিয়া পড়িলে উহা কছর পড়িবে।

যদি কোন ব্যক্তি প্রায়ই প্রবাসে থাকে এবং কোন স্থানে তাহার বাসা আদি নির্দ্দিষ্ট না থাকে এবং পক্ষাধিক কাল কোন এক স্থানে বাস করিবার কথা না হয়, তবে তাহাকে কছর পড়িতে হইবে; কিন্তু কোন স্থানে এক পক্ষ কাল থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ স্থানে পঁহুছিয়াই পূর্ণ নামাজ

পড়িবে। নিবিড় জঙ্গল প্রভৃতিকে স্থায়ী বাস ভূমি বলিয়া নিয়েত করা সিদ্ধ নহে।

জুম্মার নামাজের বিবরণ।

—o—

জুম্মার ওয়াজেব নামাজের জন্য ১১ টী সর্ত্ত আছে ঃ—

(১) নগর, শহরতলী বা বড় গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া,

(২) সুস্থ শরীর থাকা,

(৩) কাহারও দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়া,

(৪) মাত্র পুরুষ লোক হওয়া,

(৫) জ্ঞানবান্ ও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া,

(৬) অন্ধ না হওয়া,

(৭) খঞ্জ না হওয়া।

এই সকল সর্ত্তের সমুদয়গুলি যাহার উপর না পাওয়া যায়, সেও জুম্মার নামাজ পড়িলে উহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নিম্ন-লিখিত ৪ সর্ত্তের কোনটীর অভাব হইলে তথায় জুম্মার নামাজ দুরস্ত নহে ঃ—

(৮) শহর প্রভৃতি হওয়া,

(৯) জোহরের সময় হওয়া,

(১০) খোৎবা পাঠ,

(১১) অন্ততঃ পক্ষে ইমাম ব্যতীত ৩ ব্যক্তি মোক্তাদি হওয়া,

জোম্মার দিবস জোম্মার নামাজ পড়িবার জন্য অবগাহন করা সুন্নত এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করা ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা মোস্তাহাব। জোম্মার নামাজের জন্য আজান হওয়া মাত্রই সকলকে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যাদি ও খরিদ বিক্রয় ত্যাগ করিয়া নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব। ইমাম খোৎবারম্ভ করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয়, বার আজান (নামাজের জন্য আহ্বান) উচ্চারিত হইবার সময় মনোযোগ পূর্ব্বক ইমামের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ উহা শ্রবণ করিবে এবং কথা কহিবে না ও নামাজ আদি পড়িবে না। ইমাম দণ্ডায়মান হইয়া উভয় খোৎবা (ঘোষণা) পাঠ করিবে। প্রথম খোৎবা শেষান্তে তিন আয়েত আবৃত্তি করা যায়, এই পরিমিত সময় ইমাম বসিয়া বিশ্রাম করতঃ পুনঃ দাঁড়াইয়া খোৎবায়ে সানী (দ্বিতীয় ঘোষণা) পাঠ শেষ করিয়া জোম্মার দুই রেকাত ফরজ নামাজ জমাতের সঙ্গে পড়িবে।

ঈদের নামাজের বিবরণ।

—o—

ঈদের নামাজ ওয়াজেব। জোম্মার নামাজে যে সকল সর্ত্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, ঈদের নামাজের জন্যও ঠিক তদ্রূপই আবশ্যক এবং যেখানে জোম্মার নামাজ সিদ্ধ নহে,

তথায় ঈদের নামাজও সিদ্ধ হইবেক না। ঈদের জন্য আহ্-কাম (আদেশ সমূহ) এই ঃ—

(১) আজান ও আকামত না হওয়া,

(২) নামাজের পর খোৎবা পাঠ সুন্নত জানা,

(৩) সূর্য্যোদয়ের কিছু পর হইতে মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে নামাজ পড়া,

(৪) ঈদের নামাজের জন্য অবগাহন করিয়া ভাল বস্ত্রাদি পরিধান করা এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া নামাজের স্থানে যাওয়া।

ঈদল ফেতেরে নামাজের পূর্ব্বে আহার করা এবং ঈদো-জ্জোহাতে নামাজান্তে কোরবাণীর মাংস দ্বারা আহার করা মস্তহাব।

জেলহজ্জের প্রথম ১০ দিবস ক্ষৌর হইবে না।

(৫) ঈদল ফেতেরের নামাজের জন্য ঈদ্‌গাহে গমন কালে মনে মনে

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ —

পড়িতে থাকিবে এবং নামাজ স্থানে পঁহুছিয়া আবৃত্তি বন্ধ করিবে।

ঈদুজ্জোহাতেও এইরূপ করা উচিত, কিন্তু এবার উচ্চ স্বরে পড়িতে হইবে।

(৬) ঈদল ফেতেরের নামাজের পূর্ব্বে সৎকা ও ফেতের আদায় করা মস্তাহাব।

(৭) বিশেষ কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট দিবস যথা সময় ঈদল ফেতেরের নামাজ পড়িতে না পারিলে, তৎপর দিবস সময় মত ঐ নামাজ পড়া যায়, কিন্তু তৃতীয় দিবস কখনও পড়া চাই না।

(ক) ঈদোজ্জোহার নামাজ ৩ দিবস পর্য্যন্তও পড়া যায়, কিন্তু চতুর্থ দিবস নহে।

(৮) ঈদের নামাজের পূর্ব্বে বা পরে ঈদগাহে নফল নামাজ পড়া মক্‌রুহ্‌।

(৯) ঈদের নামাজের জন্য যে রাস্তা দিয়া ঈদ্‌গাহে যাওয়া যায়, নামাজান্তে সে পথে না যাইয়া অন্য পথে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করা মোস্তাহাব।

(১০) কাহারও ঈদের নামাজ কাজা হইলে উহা কাজা পড়িতে হইবে না।

(১১) ঈদোজ্জোহার ৯ই তারিখের প্রাতঃকাল হইতে ১৩ই তারিখের আছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোজ নামাজের পরে ৫ দফায় লিখিত তকবির এক এক বার পড়িবে। নামাজে ইমাম স্বগৃহ বাসী হইলে ইমাম ও তাহার মোক্তাদিগণকে

এবং ইমাম প্রবাসী হইলে কেবল স্বগৃহবাসী মোক্তাদিগণকে তকবির পড়া ওয়াজেব।

ঈদের নামাজে কোন স্ত্রীলোক সামেল হইলে তাহাকে মনে মনে তকবির বলিতে হইবে। উভয় ঈদের নামাজে ৬ বার অতিরিক্ত তকবির পড়িতে হয়।

ইদের নামাজ পড়ার নিয়ম এই ঃ—

প্রথম রেকাতে "তকবির ও তহ্‌রিমার" পর "সানা" (তারিফ) পড়িয়া ৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া ৩ বারই হস্ত আকর্ণ উত্তোলন করিতে হয়, কিন্তু এই তক্‌বিরের মধ্যবর্ত্তী সময় দ্বয়ে হস্ত দ্বারা তহরিমা বাঁধিতে হইবে না ; শেষ তকবিরে হস্ত তহরিমা বাঁধিয়া اَعُوْذُ بِاللّٰهِ এবং بِسْمِ اللّٰهِ পড়িয়া কেবাত আরম্ভ করিবে। এইরূপে এক রেকাত নামাজ সমাধা করিয়া ২য় রেকাতের কেরাত শেষ করতঃ ৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া পূর্ব্বের রেকাতের ন্যায় হস্ত উত্তোলন করিবে, কিন্তু এবার শেষ তকবিরে হাত তহরিমা আকারে না বাঁধিয়া ৪র্থ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া রুকু ও সেজদাদি করিবে এবং "কায়েদা" ও সালামাদি সমাধা করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

জানাজা, জাকাৎ ও আকিকা প্রভৃতির বিবরণ।

—o—

(ক) অন্তিম সময়ের বিবরণ।

মানব শরীরে যখন মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ হয়, তখন এই সকল কার্য্য করা সুন্নত ঃ—

(১) মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ এরূপ ভাবে কাবা মুখী করিবে, যেন তাহার মস্তক উত্তর দিকে ও পা দক্ষিণ দিকে এবং শরীর দক্ষিণ পার্শ্বে থাকে ; কিম্বা পূর্ব্ব দিকে মস্তক ও কেব্‌লা দিকে পা রাখিয়া চিৎ হইয়া শায়িত থাকে।

(২) মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে কলেমা শাহাদাত এরূপ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, যে উহা যেন ঐ ব্যক্তি শুনিতে পায়।

(৩) মুমূর্ষুকে শাহাদাত পড়িবার জন্য অনুরোধ করিবে না।

(৪) তাহার পার্শ্বে সুরা "ইয়াছিন," সুরা "রাদ" পড়া মোস্তাহাব।

(৫) মুমূর্ষু ব্যক্তি একবার কলেমা শাহাদাত শ্রবণ করিয়া কথা না বলা বা ইঙ্গিত না করা পর্য্যন্ত, তাহার নিকট আর কলেমা পড়িবে না।

(৬) যখন প্রাণ দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিবে, তখন তাহার উভয় আঁখি বন্ধ করিয়া দিবে।

(৭) মৃত ব্যক্তির সুত্‌লি সহজে বাঁধিয়া দিবে, যেন মুখ খোলা না থাকে।

(খ) জানাজার গোসলের বিবরণ ঃ—

যে চৌকিতে মৃতকে গোসল করাইবে, প্রথমে সেই চৌকি লোবান প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধ যুক্ত করিয়া তদুপরি মৃত ব্যক্তিকে শয়ন করাইবে এবং লুঙ্গি পরাইয়া তাহার শরীরের যাবতীয় বস্ত্রাদি খসাইয়া ফেলিবে ও অবগাহন করাইবে। কুল্‌কুচ্‌ না করাইয়া এবং নাকে জল প্রবেশ না করাইয়া ওজু-ক্রিয়া সমাধান্তে তাহার দাড়ি গোপ আদি খেৎমি দ্বারা ধৌত করাইবে। তদভাবে সাবান দ্বারা ধৌত করাইবে। যাহার দাড়ী গোপ ও চুল নাই, তাহার মাথা খেৎমি দ্বারা ধৌত করান দরকার নাই। মোরদাকে বাম পার্শ্বে শুয়াইয়া ডাহিন পঞ্জর হইতে সমস্ত শরীর এইরূপে জল ঢালিয়া ধৌত করাইবে যে, শরীরের কোন অংশ ভিজিবার বাকী না থাকে। পুনঃ ডাহিন পার্শ্বে শুয়াইয়া ঐরূপে ধৌত করিবে। মৃতকে ঠেস্‌ দিয়া বসাইয়া ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠ দেশ মর্দ্দন করিবে এবং কোন নাজাসাৎ বাহির হইলে তাহা ধৌত করিয়া পবিত্র করিবে। তৎপর বাম পার্শ্বে শুয়াইয়া পূর্ব্বের ন্যায় জল ঢালিবে। এই রূপে প্রত্যেক স্থানে তিন তিন বার করিয়া জল ঢালিবে।

মুরদার স্নানের জন্য জল, বড়ুই পত্র বা সুন্দা পত্র দ্বারা ফুটাইয়া লইলে ভাল হয়। অভাবে পরিস্কার জল দ্বারা ধৌত করাইবে। গোসলের পর শুষ্ক বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শরীরের জল শুষ্ক করা উচিত। মৃত ব্যক্তির শরীর ও দাড়ী সুগন্ধযুক্ত করিবে এবং কপাল, নাসিকা, হাতের তালু, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের অঙ্গুলিতে কর্পূর মালিশ করিবে। মৃত ব্যক্তির মস্তকে চিরুণী করা বা চুল ও নখ কর্ত্তন করা উচিত নহে। স্বামী মৃত স্ত্রীকে অবগাহন করাইবে না, কিন্তু স্ত্রীলোক তাহার মৃত স্বামীকে গোসল করাইতে পারে। মৃতকে গোসল করাইয়া দক্ষিণা গ্রহণ না করাই ভাল। যদি অবগাহনকারী অবগাহন করাইয়া মজুরী তলব করে তবে তাহা সিদ্ধ। অন্য লোকও যদি গোসল করাইবার জন্য থাকিয়া থাকে, তবে এরূপ মজুরী তলব করা সিদ্ধ। কিন্তু অন্য কাহারও অভাব দেখিয়া ঠেকাইয়া ঐরূপ করা সিদ্ধ নহে।

(গ) কাফনের বিবরণ।

পুরুষের জন্য ৩ কাপড় ও স্ত্রীলোকের জন্য ৫ কাপড় দেওয়া সুন্নত।

পুরুষের ৩ কাপড়ঃ—

(১) ইজার অর্থাৎ আপাদ মস্তক লম্বা জামা,

(২) কামিজ (গ্রীবা হইতে পা পর্য্যন্ত),

(৩) লেফাফা (ইজার হইতে কিছু বড়),

এই সকল কাপড় পুরুষকে এইরূপে পরাইবে :—

প্রথমতঃ লেফাফা বিছাইয়া তদুপরি ইজার বিছাইবে এবং কামিজ এইরূপে পরাইবে যে, কাপড়ের মধ্য-স্থলে ফাঁড়িয়া গলায় দিয়া এক দিক নীচে ও অপর দিক উপরে পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। তৎপর মৃত ব্যক্তির বাম দিকের কাপড উল্টাইয়া পরে ডাহিনের কাপড় উল্টাইবে ; তৎপর লেফাফাও এইরূপে উল্টাইয়া দিবে। কাফন খসিয়া যাইবার সন্দেহ থাকিলে উহা বাঁধিয়া দিবে।

স্ত্রীলোকদের ৫ কাপড় এই :—

(১) কামিজ (২) ইজার (৩) লেফাফা (৪) খামার (খামার—যদ্দারা স্ত্রীলোকের মাথা আবৃত করা হয় ; ইহা এরূপ বড় হওয়া চাই যে, মস্তকের যাবতীয় কেশ গুচ্ছই ইহা দ্বারা আবৃত হয়) (৫) খেরকা বা সিনাবন্দ্ (ইহা এরূপ বড় হওয়া চাই যে, বক্ষ হইতে নাভি পর্য্যন্ত আবৃত করে।)

যেরূপে পুরুষকে কাফণ পরাণ হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও কাফন করিতে হয়, কিন্তু স্ত্রীলোককে কামিজ পরাইবার পর তাহার কেশগুচ্ছ দুই ভাগ করতঃ স্কন্ধের উভয় পার্শ্ব দিয়া বক্ষের উপর লম্বিত করিয়া রাখিবে এবং উপরে খামার (ছেরবন্দ্) বাঁধিয়া তৎপর ইজার ও লেফাফা দ্বারা আবৃত করিয়া সকলের উপর "সিনাবন্দ্" পরাইবে।

(ঘ) জানাজার নামাজের বিবরণ।

—o—

জানাজার নামাজ "ফরজে কেফায়া"। কোন মুসলমানকে বিনা জানাজাতে সমাধিস্থ করা হইলে সেখানের জীবিত যাবতীয় মুসলমান গুনাহ্‌গার মধ্যে পরিগণিত হইবে। জানাজার নামাজে দুইটী ফরজ আছে ঃ—

(১) চারি তকবির (২) দণ্ডায়মান হওয়া। বিনা কারণে বসিয়া নামাজ পড়া সিদ্ধ নহে।

জানাজাতে ৩টী সুন্নত আছে যথা ঃ—

(১) সানা (তারিফ পড়া)। সানা ঃ—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اِسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা! পবিত্রতা এবং তোমার তারিফের সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছি। হে আল্লা, তোমার নাম মহা গৌরবান্বিত এবং তোমার বুজুর্গী বড়ই মহৎ এবং তোমার প্রশংসা বড়ই উচ্চ, তোমা ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই।

(২) দরুদ শরিফ ঃ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ +

অনুবাদ ঃ—হে আল্লা! মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, ইব্রাহিম (আঃ) এবং তাহার বংশধরগণের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলে। সত্য সত্যই তুমি বড়ই বুজুর্গ।

(৩) বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের জন্য এই দোওয়া পড়া ; যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا

وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ

وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ÷

বঙ্গানুবাদ ঃ—“হে আল্লা, আমার ও যাবতীয় জীবিত মনুষ্যের, যাহারা এই জমাতে হাজের আছে তাহাদের, যাহারা হাজের নাই তাহাদের এবং আমার ছোট ও বড়গণের এবং আমাদের পুরুষগণের ও আমাদের স্ত্রীলোকগণের পাপ মার্জ্জনা কর (পাপ হইতে মুক্তি দাও)। হে আল্লা! আমাদের মধ্যে যাহাকে জীবিত রাখিতেছ, তাহাকে ইসলাম ধর্ম্ম মধ্যে জীবিত রাখিও এবং যাহাকে মৃতরূপে পরিণত করিতেছ, তাহাকে বিশ্বাসের (ইমানের) সহিত মৃত্যুমুখে নিপতিত করিও।”

মৃত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হয়, তবে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে, যথা ঃ—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا
شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا +

অনুবাদ :—হে আল্লা এই শিশুকে আমাদের জন্য পেশ্‌খিমা কর (অভ্যর্থনাকারী কর), শেষ দিনে তাহাকে আমাদের জন্য সঞ্চিত ধন ও মজুরী রূপে পরিণত কর এবং তাহাকে আমাদের জন্য তোমার দরগায় অব্যর্থ সুপারেস কর্ত্তা করিও।

মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা হইলে এই দোওয়া পড়িবে, যথা :—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا
شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ×

বঙ্গানুবাদ :—উপরের ন্যায় (বৈয়াকরণিক লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়া ভেদ মাত্র পার্থক্য)

—o—

জানাজার নামাজের নিয়ম।

আমি ৪ তক্‌বিরের সহিত এই জানাজার নামাজ পড়াইবার নিয়ত করিতেছি। নামাজ আল্লার জন্য এবং প্রার্থনা এই শবের জন্য ও আমাদের মুখ কাবা তরফ। তৎপর اللّٰهُ اَكْبَر বলিয়া উভয় হস্ত আকর্ণ উঠাইবে এবং হাত তহরিমা বাঁধিবে। ইহার পর উপরোক্ত "সানা" (তারিফ) আবৃত্তি করিয়া

الله اكبر উচ্চারণ করতঃ উল্লিখিত দরুদ শরিফ পাঠ করিয়া পুনঃ الله اكبر বলিয়া প্রাগুক্ত দোওয়া (আশীর্ব্বচন) পড়িবে (স্ত্রী, পুরুষ, নাবালেগ ও নাবালেগা প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক দোওয়া উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে) এবং উভয় দিকে সালাম ফিরাইবে।

জানাজার ইমাম তকবির চতুষ্টয় এবং সালাম উচ্চৈঃস্বরে বলিবে। জানাজার ইমামতির ভার পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে বাদশাহ্ অগ্রণী, তৎপর কাজী, তৎপর গ্রামের ইমাম, তৎপর মৃত ব্যক্তির অভিভাবক। যিনি অভিভাবক নহেন, তিনিও অভিভাবকের অনুমত্যনুসারে নামাজ পড়িতে পারেন।

উপরোক্ত ভার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিনানুমতিতে এবং অলির অনুপস্থিতিতে যদি অন্য কোন ব্যক্তি জানাজা পড়ে, তবে অলি ইচ্ছা করিলে ঐ নামাজ পুনর্ব্বার পড়িতে পারে। অভি-ভাবক নিজে নামাজ পড়িয়া থাকিলে অন্য কাহারও পুনর্নামাজ সিদ্ধ হইবেক না। জানাজার ইমামকে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শবের বক্ষঃস্থল মুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

কতকগুলি জানাজা এক সঙ্গে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, পৃথক পৃথক ভাবে বা সকলের জানাজা একইবারে পড়া সিদ্ধ পড়িবার নিয়ম এই :—

যাবতীয় শবকেই এক স্থানে এইরূপে স্থাপন করিবে যে, যাহারা অধিকতর জ্যেষ্ঠ তাহাদের শরীর ইমামের ঠিক সম্মুখে

তৎপর তদপেক্ষা নিম্ন পদস্থগণকে পর্য্যায়ক্রমে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ প্রথমোক্ত শবের কাবা-পার্শ্বে রাখিতে হইবে; যথা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের দেহ ইমামের নিকট, তাহার পশ্চাতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের দেহ ও তৎপশ্চাতে বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী-লোকের দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শব দাফণের বিবরণ।

—o—

শব স্কন্ধে করিয়া কবরের নিকট মাটীতে নামাইবার পূর্ব্বে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে উপবেশন করা মকরুহ্। পার্শ্বে খননকৃত কবর ব্যবহার করা উচিত। মাটী নরম থাকা হেতু যদি বগলী কবর খনন করা অসম্ভব হয়, তবে সিন্দুকি কবর প্রস্তুত করাতে কোন দোষ নাই। মুরদাকে কেব্লাদিক হইতে কবর গর্ভে অবতরণ করাণ উচিত। কবরে স্থাপনকারী এই কলেমা (বাক্য) পড়িতে পড়িতে মুরদাকে কবর গর্ভে শায়িত করিবে যথা ঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

অনুবাদ ঃ—"আল্লার নামে এবং রছুলুল্লার (দঃ) ধর্ম্ম পথে এই মুরদাকে কবরে রাখিতেছি।"

মুরদার মুখ কেব্লাদিকে ফিরাইয়া দিবে ও বান্ধা কাফন খুলিয়া দিবে এবং তৎপর ইস্টক বা বংশখণ্ড দ্বারা কবর ঢাকিয়া ফেলিবে। উপস্থিত মুসলমানগণের ৩ জনে কবর গর্ভে প্রথম

বার মাটী নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে এই দোওয়া পড়িবে; যথা:— مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

অনুবাদ "ইহা দ্বারাই আমি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি।" দ্বিতীয় বার পড়িবে:— وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

অনুবাদ:—"ইহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়াদিব (মিশাইয়া দিব)।"

তৃতীয় বার মাটী নিক্ষেপ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে:— وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

অনুবাদ:—"উহা হইতেই তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার বাহির করিব।"

মৃত্তিকা দ্বারা কবর পৃষ্ঠ উচু করতঃ উষ্ট্রের পৃষ্ঠের ন্যায় উচু করিয়া দিবে।

জাকাৎ।

ইসলাম ধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপ মধ্যে জাকাৎ দেওয়াও একটী ফরজ। ব্যয় বাদে যে পরিমিত সম্পত্তি সম্বৎসর মধ্যে উদ্বৃত্ত হইলে জাকাৎ ফরজ হয়, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

৫২ তোলা ৫ মাসা ৪ রতি পরিমিত রৌপ্য বা ৫ তোলা

২ মাসা বা তদুর্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ, বৎসরের যাবতীয় আবশ্যকীয় খরচ পত্রাদি শেষ করিয়াও যাহার নিকট তহবিল থাকিবে, তাহাকে তাহার তহবিলের ৪০ ভাগের ১ ভাগ পরিমিত অর্থ জাকাৎ স্বরূপ দান করিতে হইবে, ইহাই খোদার পবিত্র আদেশ (ফরজ)।

হোর্‌রা (যে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে) ও বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানের প্রতি জাকাৎ ফরজ; ক্রীতদাস, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও কাফেরের প্রতি জাকাৎ দান উচিত নহে। ঋণী ব্যক্তির নিকট তাহার ঋণ পরিশোধোপযোগী অর্থ মজুদ থাকিলেও তাহার প্রতি জাকাৎ ওয়াজেব নহে। গৃহ পালিত পশ্বাদি যদি ব্যবসায়ের জন্য খরিদ করা বা প্রতিপালন করা না হয় তবে তাহাদের জাকাৎ দিতে হইবে না। পশুর জাকাতের হার বিভিন্ন প্রকারে নির্ণীত আছে। যথা :— ৪০ এর উর্দ্ধ ও ১২০ এর অনুর্দ্ধ সংখ্যক ছাগল বা মেষের জন্য ১ বৎসর বয়স্ক একটী ছাগল বা মেষ, ১২১ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত ছাগ বা মেষের জন্য ২টি, এবং ২০১ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত ছাগ বা মেষের জন্য ৩টি ছাগ বা মেষ জাকাৎ দেওয়া চাই। মেষের পরিবর্ত্তে ছাগ দেওয়াই অধিকতর ভাল। এইরূপে প্রত্যেক শত সংখ্যার সহিত এক একটী প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

(গাভী) ৩০ এর অনধিক সংখ্যক গাভী বা মহিষের জন্য এক বৎসরের বৎস একটী, ৪০টী পর্য্যন্ত দুই বৎসর বয়স্ক

গাভী বা মহিষ একটী ; ৪১ গাভী বা মহিষ হইলে, ২ বৎসরের গাভী বা মহিষ একটী এবং উহার মুল্যের $\frac{১}{৪০}$ অংশ জাকাৎ দিতে হয়। এইরূপ ৫৯ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ৬০ সংখ্যায় উপনীত হইলে ২ বৎসরের এক গরু বা মহিষ দিবে, যেহেতু প্রত্যেক ৩০ সংখ্যার জন্য একটী এক বৎসরের এবং ৪০ সংখ্যার জন্য একটী ২ বৎসরের গরু বা মহিষ বৃদ্ধি হারে জাকাৎ দিবে।

জাকাতের সম্পত্তি দীন এবং তালেব ইলিম দিগকেই দিতে হয়। মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরকে দেওয়া চাই না। এই সকল ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় দরিদ্র বা ছাত্র হইলে তাহাকে দেওয়া যায়। জাকাৎ গ্রহণ করিতে "গ্রহণ কারী" বলিয়া যখন এক জনের আবশ্যক হয় তবে কাফন দান, মস্‌জিদ প্রস্তুত, জায় নামাজ প্রস্তুত, কূপ খনন প্রভৃতি কার্য্যে কুয়া মস্‌জিদ প্রভৃতিকে 'দান গ্রহণ কারী' বলিয়া গণ্য করা যায় না হেতু ঐ সকল কার্য্যে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ। যাহাদের প্রতি জাকাৎ দেওয়া ফরজ, সৎকা ফেতের ও কোরবাণী দেওয়াও তাহাদের প্রতি ওয়াজেব ; তবে পার্থক্য এই—স্বীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট ব্যবহার্য্য জন্তু বা আবশ্যকীয় গৃহ সামগ্রী প্রভৃতির মূল্য তাহার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য করিয়া তাহার জন্য কোরবাণী ও সৎকা দিতে হইবে, কিন্তু জাকাৎ দিতে হইবেক

না। উদাহরণঃ—কোন ব্যক্তির দুইটী তরবারি ও দুইটী অশ্ব থাকিলে, একটী তরবারি ও একটী অশ্ব আবশ্যকীয় মধ্যে গণ্য করিয়া অপর তরবারি ও অশ্বের মূল্য ৫২৷৷০ টাকা হইলে ঐ ব্যক্তিকে "আহ্‌লে নেসাব" বলিয়া গণ্য করিবে এবং এই জন্য তাহাকে সৎকা, ফেতের ও কোরবাণী প্রভৃতি করিতে হইবে কিন্তু ঐ কাল্পনিক ৫২৷৷০ তোলা রৌপ্যের জন্য তাহাকে জাকাৎ দিতে হইবেক না।

—o—

ফেতের।

নিজের ও নাবালেগ পুত্র কন্যাদের জন্য অর্দ্ধ "সা" গম বা এক "সা" যব ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব।

"অর্দ্ধ সা" ইংরেজী ওজনে নম্বরী /১৷০ সোয়া সেরের সমান। যাহাদের প্রতি সদ্‌কা বা কোরবাণী ওয়াজেব তাহাদের পক্ষে জাকাৎ বা সৎকা গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে।

কোরবাণীর দোওয়াঃ—

(জন্তুকে মাটীতে শোয়াইবার পূর্ব্বে এই দোওয়া পড়িবে) যথাঃ—

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا

وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ

وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ + بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

বলিয়া কোরবাণী করতঃ নিম্নোক্ত দোওয়া আবৃত্তি করিবে :—

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ حَبِيْبِكَ

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ ÷

অন্যের জন্য কারবাণী করিতে হইলে مِنِّيْ স্থলে مِنْ وَ فُلَانٍ অর্থাৎ কোরবাণী দাতার নাম লইবে।

আকিকার বিবরণ।

নব প্রসূত শিশুর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া আকিকার জন্য প্রাণী জবেহ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে, যথা :—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ اِبْنِيْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَ عَظْمُهَا

بِعَظْمِهٖ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّيْ وَ اجْعَلْهَا

فِدَاءً لِاِبْنِيْ مِنَ النَّارِ +

এবং জন্তুটীকে ভূমিতে নিপতিত করিবার পূর্ব্বে এই দোওয়া পড়িবে ঃ—

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا

مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ + بسم اللّٰهِ اللّٰه اکبر ×

নব প্রসূত শিশুর পিতার পক্ষেই জবেহ করা শ্রেয়স্কর। যদি বালিকা হয় তবে "এবনে" স্থলে "বেন্তে" এবং ফালানার স্থলে ছেলে বা মেয়েব নাম নিতে হইবে। অন্য কেহ জবাহ করিলে "এবনে" ও "বেন্তে" স্থলে ফাঁলা বেন্তে ফাঁলা বা বেন্নে ফাঁলা অর্থাৎ প্রথম ফাঁলার স্থলে ছেলে বা মেয়ের নাম এবং বেন্নে ফাঁলা বা বেন্তে ফাঁলা স্থলে ছেলে বা মেয়ের পিতার নাম করিতে হইবে।

নব প্রসূত শিশুর লিঙ্গানুযায়ী তাহার নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সর্ব্ব নামেরও লিঙ্গ ভেদ হইবে।